



ত্রিপুরায় নেশার প্রকোপ দিন দিন বেড়েই চলছে। নেশাকারবারিরা নিত্যনতুন পন্থা অবলম্বন করে নেশা সামগ্রী পাচার ও মজুত করে রাখছে। ...বিস্তারিত পাতা ৩



জলপাইগুড়ির বেলাকোবা পঞ্চায়েতের একজন জমী বিজেপি প্রার্থী ও তাঁর স্বামীকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ...বিস্তারিত পাতা ৫



বারানসির জ্ঞানবাগী মসজিদ নিয়ে চলতে থাকা বিতর্কের মাঝেই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কাছ থেকে বড় বিবৃতি এসেছে। ...বিস্তারিত পাতা ৬



বেঙ্গালুরুতে অনুশীলন ম্যাচের পর নেটে বল করছিলেন বুঝার। সেইসময় ফের চোট লাগে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, বুঝার হামস্ট্রিংয়ে চোট লেগেছে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

‘উদ্ব্বেগজনক পরিস্থিতি’, অভিষেকের কর্মসূচিতে ‘না’ হাইকোর্টের! ‘জয়’ দেখছে বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জুলাইঃ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচিতে ‘না’ কলকাতা হাইকোর্টের। বিজেপি কমীদার বাড়ি ঘেরাও কর্মসূচিতে ‘না’ হাইকোর্টের। নির্দেশ প্রধান বিচারপতিরা। এই কর্মসূচি জনস্বার্থ বিরোধী। এমনই মন্তব্য প্রধান বিচারপতির। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আদালত। কী পদক্ষেপ নিয়েছেন? রাজ্যকে এমন প্রশ্নও করেন প্রধান বিচারপতি। প্রধান বিচারপতি বলেন, “কাল যদি কেউ বলে যে হাইকোর্ট ঘেরাও করা হবে, তাহলেও কি রাজ্য পদক্ষেপ করবে না? কেউ যদি বলে যে কোথাও কেনও বোমা রাখা আছে, তাহলে কি পুলিশ পদক্ষেপ করবে না? রাজ্য সাধারণ মানুষকে নিয়ে চিন্তিত নয়। এটা খুব উদ্ব্বেগজনক পরিস্থিতি।” রীতিমতো রাজ্যের বিভ্রম্বনা বাড়িয়ে এমনই মন্তব্য করেন প্রধান বিচারপতি। বিচারপতির সংযোজন, “রাজ্য সাধারণ মানুষকে নিয়ে চিন্তিত নয়। এটা খুব উদ্ব্বেগজনক পরিস্থিতি। যদি অনেকে মিলে কারও বাড়ি ঘেরাও করে তাহলে কি শুধু তিনিই প্রভাবিত হবেন? না, সাধারণ মানুষ প্রভাবিত হবেন। সাধারণ মানুষের হয়রানির আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।” এখানেই শেষ নয়, দায়িত্ববাহী সাংবিধানিক পদে থাকা বিজ্ঞদের কাছে এই ধরনের মন্তব্য অনির্দ্রোত। মন্তব্য প্রধান বিচারপতির। প্রধান বিচারপতির কথায়, “শুক্রবার (২১ জুলাই)



গোটা দিন নষ্ট হয়েছে। আদালত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমরা ১১-৩০ টার মধ্যে চলে যেতে বাধ্য হয়েছি। আইনজীবীরা আসতে পারেননি। আদালতের কম্বীরা ট্রেন ধরতে পারেনি।” যদিও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবীর মন্তব্য, সাধারণ মানুষের কোন অনুপ্রাণনা হবে না। এরপরই প্রধান বিচারপতি বলেন, “সেটা কে নিশ্চিত করবে? ২১ জুলাই আপনি আদালতে আসতে পেরেছেন?” অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবীর প্রশ্ন প্রধান বিচারপতির। অভিষেক-মমতার আইনজীবীর বক্তব্য শুনতে নারাজ প্রধান বিচারপতি। বলেন, “যা বলার হলফনামায় বলুন।” ১০ দিনের মধ্যে সব পক্ষকে হলফনামা পেশের নির্দেশ। প্রসঙ্গত, গত ২১ জুলাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের কম্বীদের বার্তা দিয়েছিলেন, “আপনাদের এলাকায় গুলি থেকে শুরু করে বুথ স্তরে যত বিজেপি নেতা আসলে তার একটা তালিকা তৈরি করুন। আগামী ৫ আগস্ট সমস্ত বুথ, অঞ্চল, ব্লক, জেলা থেকে রাজ্য বিজেপির নেতাদের বাড়ি শান্তিপূর্ণভাবে ঘেরাও করা হবে। বাকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বাড়ি ঘেরাও করা হবে।” তবে তাদের বাড়িতে বয়স্ক কেউ থাকলে তাঁদের ছেড়ে দিতে হবে বলে জানিয়েছিলেন অভিষেক। তারপরে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ই নন, তাতে সায় দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছিলেন, “বাড়ি থেকে ১০০ মিটার ঘেরাও করতে হবে। নির্বাচনে যেমন ১০০ মিটার দূরে ক্যাম্প হয় ঠিক সেরকমই ক্যাম্প করতে হবে। তাতে কেউ বলতে পারবে না যে অবরুদ্ধ হয়েছে।” এরপরই অভিষেকের ঘোষিত ওই কর্মসূচির বিরুদ্ধে দায়ের হয় একইআইআর। হাইকোর্টেরও দ্বারস্থ হয় বিজেপি। এবার সেই কর্মসূচিতেই ‘না’ কলকাতা হাইকোর্টের।

ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন থেকে বার করা হল বুদ্ধদেবকে, দেখতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী ‘উনি আমায় দেখে হাত নাড়লেন, ভালো আছেন’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জুলাইঃ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে দেখতে হাসপাতালে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিকেলে বিধানসভা থেকে সরাসরি আলিঙ্গনের বেসরকারি হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। বুদ্ধদেবের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন তিনি। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বুদ্ধদেব তাঁকে দেখে হাত নেড়েছেন। মমতার কথায়, “ওঁর জ্ঞান আছে। হাত নাড়লেন। আমার দেখে মনে হল, অনেকটা সুস্থ হয়েছেন। ভেন্টিলেশন থেকে বার করা হয়েছে। বাইপ্যাপ চলছে। তবে আমি তো চিকিৎসক নই। এর বেশি কিছু বলতে পারব না।” মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়ানো এক চিকিৎসক এর পর বুদ্ধদেবের শারীরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানান। তিনি বলেন, “সকাল থেকেই ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন থেকে ওঁকে বার করে আনার প্রক্রিয়া চলছিল। একটু আগে সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে।” চিকিৎসক আরও জানান, বর্তমানে বুদ্ধদেবকে নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সর্ব ক্ষণ তাঁকে নজরে রেখেছে মেডিক্যাল বোর্ড। ঘটায় ঘটায় বুদ্ধদেবের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত

প্যারামিটারগুলি যাচাই করা হচ্ছে। চিকিৎসকের কথায়, “এখনও পর্যন্ত যা রিপোর্ট দেখছি, তাতে আমরা খুশি। যদিও আগামী ২৪ ঘণ্টা ওঁর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। আমরা আশা করছি, ‘উনি পারবেন।’” বুদ্ধদেবকে সোমবার বিকেলেই ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন থেকে বার করে আনা হয়েছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তাঁকে বাইপ্যাপ সাপোর্টে রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী, তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি আগের চেয়ে স্থিতিশীল। সোমবার সকালে সিটি স্ক্যান করা হয়েছিল। তার পরেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে ভেন্টিলেশন থেকে বার করে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তিনি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন। সোমবার বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। বিকেলেই ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন থেকে হাসপাতালের পথ ধরে তাঁর গাড়ি। এর আগে শনিবার যখন অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় বুদ্ধদেবকে ওই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখনও মনে করা হয়েছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে আসতে পারেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সে দিন মমতা হাসপাতালে যাননি।

অধ্যাপক নিয়োগে ভিনরাজ্যের বিশেষজ্ঞের ভাবনা রাজ্যপালের, পাল্টা হুঁশিয়ারি ব্রাত্যর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জুলাইঃ ফের সংঘাতে রাজ্য বনাম রাজ্যপাল। এদিন নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে কড়া বার্তা দিয়ে রাজ্যপাল বলেন, “অধ্যাপক নিয়োগ এর জন্য বিশেষজ্ঞ রাজ্যের বাইরে থেকে আনা হবে।” পাল্টা শিক্ষামন্ত্রীর অভিযোগ, উচ্চশিক্ষায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। আমরা শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছি। রাজ্যপাল বলেন, “আজ আমাদের একটা ভাল বৈঠক হয়েছে। দুজন উপাচার্য, বাইরে থেকে এসেছেন গুজরাত ও উত্তরপ্রদেশ থেকে। শিক্ষাতে যে পেজিঙ ইস্যুগুলো ছিল, তা নিয়ে আলচনা হয়েছে। শূন্যপদগুলো পূরণ করব, যে অধ্যাপক নিয়োগ করার প্রয়োজন আছে। নিয়োগ হবে স্বচ্ছতার সঙ্গে। পুরনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি চাই না আমি। আমি নিজে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী এর ফাইলে সুই করেছি। খুব বেদনা নিয়ে। তাই আমি বলে দিয়েছি নিয়োগ নিয়ে আমরা জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়া হবে।” তিনি আরও বলেন, “অধ্যাপক নিয়োগ এর জন্য বিশেষজ্ঞ

রাজ্যের বাইরে থেকে আনা হবে। উপাচার্যরাই আমাকে বলেছেন, আমি সেটায় সিলমোহর দিয়েছি। রাজস্বনে পিস রুম চালু আছে। বিশ্ববিদ্যালয়-এর স্বশাসনে কোনও রকম হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করব না। হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার আছে, তাই নিয়ে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলেখেলা করা যাবে না। আমাদের এই রাজ্যের পড়ুয়ারা সারা বিশ্বে উজ্জ্বল করছে।” রাজ্যপালের বক্তব্য, “এখানে খুব কম ফ্যাকাল্টিদের ইমপ্রভমেন্ট এর জায়গা দেখা যায়। এখানে অনেক এন্থ্রোপের আছে। অনেকই আদানপ্রদান প্রোগ্রাম করতে চায়। সিভিকিট, কোর্ট, কাউন্সিল-এর সব সদস্য দের নিয়ে নিয়োগ করা হবে দ্রুত। রাজস্বনে একটা নতুন প্রোগ্রাম করছে। যে কেউ যোগাযোগ করতে পারবেন।” পাল্টা ব্রাত্য বসু বলেন, “উচ্চশিক্ষায় নজরিবাহী হস্তক্ষেপ হচ্ছে। রাজ্যপাল এই স্বৈরাচার চালাতে পারেন কিনা তা জানতে আমরা শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছি।”

সব বাসের ভাড়া কি বাড়তে চলেছে? নবানে জমা পড়ছে বিধানসভার সুপারিশ রিপোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জুলাইঃ দীর্ঘদিন ধরে দাবি উঠছে বাসের ভাড়া বৃদ্ধি করতে হবে। বেসরকারি বাস মালিকদের দাবি তেমনই। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার চায় না রাজ্যের মানুষের ঘাড়ে খরচের বোঝা চাপুক। তাই ভাড়া বাড়ানোর পথে হাঁটতে চায়নি রাজ্য পরিবহণ দপ্তর। এই পরিস্থিতিতে বেসরকারি বাস মালিকরা হুমকি দিয়ে রেখেছে এভাবে চললে রাস্তায় বাস নামানো সম্ভব হবে না। এবার বাসের ভাড়া বৃদ্ধির জন্য রাজ্য সরকারকে সুপারিশ করল বিধানসভার এসিস্টেন্ট কমিটি। পরিবহণ দপ্তরের সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে এই কমিটি একটি রিপোর্ট পেশ করে বিধানসভায়। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে সরকারি-বেসরকারি সব বাসেরই ভাড়া বৃদ্ধি করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এই রিপোর্ট নবানে পাঠানো হচ্ছে বলেও জানানো খবর। এই বাসের ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে সম্মতি দেয়নি রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। সরকারি-বেসরকারি



পড়েছিল গোটা বিশ্বে। যার প্রভাব বাংলায় যথেষ্ট পড়েছিল। তারপর বেড়েছে পেট্রল-ডিজেলের দাম। তাই বাস মালিকরা দাবি করে আসছিল ভাড়া বাড়ানোর। তাতে শেষবার যাত্রী অসন্তোষ তৈরি হয়েছে দু’বছর ধরে। অস্বাভাবিক ভাড়া নেওয়ার প্রতিবাদ করেও

‘রাজস্বন পারলে এ রাজ্য নয় কেন?’, বেসরকারি স্কুলের ফি নিয়ে বার্তা বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জুলাইঃ শিক্ষা যাতে বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত না হয়, সে ব্যাপারে আগেও কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি বিশুজিৎ বসু। বেসরকারি স্কুলে লাগামছাড়া ফি বৃদ্ধি নিয়ে আগেও তিনি উদ্ব্বেগ প্রকাশ করেছেন একাধিকবার। এবার রাজ্য সরকারকে কড়া বার্তা দিলেন বিচারপতি। বেসরকারি স্কুল কত ফি বাড়াবে, কখন বাড়াবে, সে সব দিকে কেন নজর নেই রাজ্য সরকারের? সেই প্রশ্নই হাইকোর্টে তুলেছেন বিচারপতি। গাইডলাইন তৈরি করার কথাও বলেছেন তিনি। করোনাকাল থেকেই বেসরকারি স্কুলের ফি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। স্কুল বন্ধ থাকা সত্ত্বেও টিউশন ফি-র বাইরে কেন টাকা নেওয়া হচ্ছে, সেই প্রশ্ন তুলে মমতা হয়। সোমবার বেসরকারি স্কুল গুলির ফি নিয়ে বিচারপতির একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় রাজ্যকে। তিনি প্রশ্ন করেন, ফি বৃদ্ধির বিষয়ে রাজ্যের কোনও নজরদারি আছে? অন্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা টেনে বিচারপতি বসু বলেন, “অন্যান্য রাজ্যে দেখেছি ফি সংক্রান্ত

নীতি নিয়ে রাজ্যের নিষ্পন্ন আইন আছে। এ রাজ্যে কি এই ধরনের কোনও গভর্নিং বডি আছে, যারা ফি কতটা বাড়ানো হবে সেটা দেখে? ফি স্ট্রাকচার কেনম হবে, তা নিয়ে কোনও গাইডলাইন নেই কেন?” সরকার কি আদৌ তেমন কোনও প্রস্তাব দিয়েছে? এই প্রশ্নও তুলেছে কোর্ট। বিচারপতির পরামর্শ, এরকম একটা গাইডলাইন থাকা দরকার। বেসরকারি স্কুলের পছন্দ হোক বা না হোক এই গাইডলাইন থাকা জরুরি বলে মনে করেন তিনি। বিচারপতির প্রশ্ন, “রাজস্বন করতে পারলে এরা রাজ্য নয় কেন?” “বেসরকারি স্কুল প্রকিট মেকিং বিলিগেড হতে পারে না” বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। আইজিবী বিশ্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য জানান, এমন কোনও গাইডলাইন নেই। বিচারপতি আরও বলেন, কোর্টগুলিকে ইলপেকশন করতে বলছেন তিনি। সরকারি স্কুলে যেমন অযোগ্যতা বাদ পড়েছেন, এই কোর্টগুলির ক্ষেত্রেও সেভাবেই অযোগ্য শিক্ষকদের বাদ পড়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন বিচারপতি বিশুজিৎ বসু।

বাংলার ঘটনা দিয়ে মণিপুরের বর্বরতার সাফাই দেওয়া যায় না সুষমার মেয়েকে বলল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাইঃ অন্যান্য রাজ্যে কী হয়েছে, তা হাতিয়ার করে মণিপুরের বর্বরতা নিয়ে সাফাই গাওয়া যায় না। এমনই মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার শীর্ষ আদালতে মণিপুরের বর্বরতা সংক্রান্ত মামলার শুনানির সময় পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়ের মতো বিরোধী-শাসিত রাজ্যে মহিলাদের বিরুদ্ধে যে অত্যাচারের অভিযোগ উঠেছে, তা তুলে ধরেন আইনজীবী বাণ্ডির স্বরাজ। তখন ভারতের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বৈধ মন্তব্য করে, “এখানে এই হয়েছে, ওখানে ওই ঘটনা ঘটেছে বলে আমরা মণিপুরের ঘটনা নিয়ে সাংক্ৰিট গাইতে পারি না।” তারপরও পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে সওয়াল করায় প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, “আপনি কি সব মহিলাদের রক্ষা করতে বলছেন নাকি কাউকে রক্ষা করতে বারণ করছেন?” সোমবার সুপ্রিম কোর্টে মণিপুরের ভাইরাল ভিডিও (দুই কৃষিক মহিলাকে নগ্ন করে ঘোরানোর অভিযোগ ওঠে মেইতেই সম্প্রদায়ের উন্মত্ত জনতার বিরুদ্ধে) সংক্রান্ত মামলার শুনানির সময় বাণ্ডির বলেন, “এই মামলার পাশাপাশি বাংলা-সহ একাধিক রাজ্যে ধর্ষণের মতো ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। পুরো ভারতের মেয়েদের রক্ষা করতে হবে।” সেই সওয়ালের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বৈধ (যে বৈধে আছে) বিচারপতি জেবি



পাঞ্জিওয়াল এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রও) মন্তব্য করেন, “এটা নিয়ে পরে আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা এখন মণিপুরের ঘটনা শুনছি।” যদিও থামেননি প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের মেয়ে বাণ্ডির। যিনি বিজেপিতে যোগও দিয়েছেন। তিনি সওয়াল করেন, “বাংলায় এক মহিলাকে নগ্ন করে ঘুরিয়েছেন এক প্রার্থী এবং ৪০ জন উন্মত্ত জনতা। এরকম ঘটনা ছত্তিশগড়ও হয়েছে।” তারপর বিচারপতি বিচারপতি বলেন, “নিশ্চিতভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ হচ্ছে। এটা আমাদের সামাজিক বাস্তব। জাতিগত হিংসার ক্ষেত্রে মহিলাদের উপর ভয়ংকর মাত্রায় অত্যাচারের বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি।” তিনি আরও বলেন, “আপনি বলুন যে মণিপুরের ঘটনা নিয়ে আপনার কি পরামর্শ আছে? এখানে এই হয়েছে, ওখানে ওই ঘটনা ঘটেছে বলে আমরা মণিপুরের ঘটনা নিয়ে সাফাই গাইতে পারি না।” সুপ্রিম কোর্টের সেই পর্যবেক্ষণের পরেও বাংলার ঘটনা নিয়ে সওয়াল করতে থাকেন বাণ্ডির। তিনি বলেন, “পুরো ভারতের মেয়েদের রক্ষা করতে হবে। বাংলায় ১,০০০টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু মাত্র তিন শতাংশ ক্ষেত্রে কোনও পদক্ষেপ করা হয়েছে। রাজস্থানেও একইরকম ঘটনা ঘটেছে।” যদিও তারপর কিছুটা রিট্রাক্ট সূত্রে প্রধান বিচারপতি বলেন, “আপনি কি সব মহিলাদের রক্ষা করতে বলছেন নাকি কাউকে রক্ষা করতে বারণ করছেন?”

যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক স্কুল ছাত্রের

৩১ জুলাই : স্কুলে যাওয়ার পথে যান সন্ধান্সের বলি হয়েছে এক ছাত্র। ওই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে আরও তিনজন ছাত্র। কুমারবাট মাছমারা এলাকায় বাইক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ওই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। দমকল বাহিনী ওই দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিসক একজনকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, এমজেড ০৫৪৮৫৮ নম্বরের একটি বাইকে চেপে চারজন ছাত্র স্কুলে যাচ্ছিল। মাছমারা এলাকায় আসা মাত্র বিপরীত দিক থেকে আসা টিআর০২কে ১৬০১ নম্বরের গারি সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। গাড়ির ধাক্কায় বাইক থেকে চারজন ছাত্র রাস্তায় ছিটকে পড়েছে। স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকল বাহিনী ও পুলিশকে খবর পাটিয়েছেন।দমকল বাহিনী ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেছে। কিন্তু হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিসক এক ছাত্রকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, মৃত স্কুল ছাত্র কুমারবাটের বাসিন্দা রাজ্জ মালাকার। আহতরা হল, আশিশ মালাকার, পন্ডিত মালাকার ও রুবেল মালাকার।

নওশাদ সিদ্দিকির ভাঙড়ে প্রবেশে নেই কোনও বাধা



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জুলাই : নওশাদ সিদ্দিকির ভাঙড়ে প্রবেশে বাধা নেই। ভাঙড়ে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হয়েছে বলেই আদালতে জানাল রাজ্য। ফলে অন্যান্যদের মতোই এবার ভাঙড়ে যেতে পারবেন এলাকার বিধায়ক। অর্থা যৌক্তিকতা হারাল বিধায়কের মামলার। ভোটকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল ভাঙড়া ভোট মিটলেও বোমাবাজি-গুলি বন্ধ হয়নি। প্রাণও গিয়েছে। পরবর্তীতে ভাঙড়ের নির্দিষ্ট এলাকায় জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা। ভাঙড়ের প্রবেশ দ্বারে নাকা পয়েঃ ট করা হয়েছে। স্পর্শকাতর এলাকায় প্রবেশের অনুমতি মিলছে না সকলের। ১২ ও ১৭ জুলাই ভাঙড়ে প্রবেশের আগে বিধাননগরের হাতিশালায় পুলিশি বাধার মুখে পড়েন স্থানীয় বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। দীর্ঘক্ষণ নাকা পয়েন্টে দাঁড়িয়ে থাকেন নওশাদ। কথা বলার চেষ্টা করেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে। প্রয়োজনে ইন্টে এলাকার যাওয়ার অনুমতি চান তিনি। তবে তাতে কোনও লাভ হয়নি। দীর্ঘক্ষণ পর ফিরে আসতে হয় তাঁকে। পরবর্তীতে আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। সেই মামলায় সোমবার রাজ্যের তরফে আদালতে জানানো হয়েছে যে, ভাঙড়ে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হয়েছে। অর্থাৎ বিধায়কের মামলার আর যৌক্তিকতা নেই বলেই দাবি রাজ্যের। আদালতও মনে করছে, বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির এলাকায় ঢুকেতে কোনও সমস্যা নেই।

স্কুলের প্রাক্তনীদের পরিচালনায় ‘স্বপ্ন নিয়ে’র পথচলা শুরু



দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ জুলাই : প্রাক্তনীদের পরিচালনায় ‘স্বপ্ন নিয়ে’র পথচলা শুরু হলো। হাওড়ার তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যাবনের প্রাক্তনীরা মিলে তুলেছেন ‘স্বপ্ন নিয়ে’র পরিবার। রবিবার বিকেলে হাওড়ার যোগেশচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ের অভিতেরিয়ামে সংস্থার প্রথম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো। ১৯৬৫ এর ব্যাচের প্রাক্তনীরা থেকে শুরু করে ২০২৬ এর প্রাক্তনীরা সকলেই এই সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। এদের মূল লক্ষ্য, বিদ্যাবনের অনুমতি সাপেক্ষে বিদ্যাবনের যেকোনও প্রয়োজনে বর্তমান ছাত্রীদের পাশে থাকা এবং প্রাক্তনীদের যেকোনও সমস্যায় পাশে থাকা। এই ‘স্বপ্ন নিয়ে’ই তাদের পথ চলা শুরু হলো। তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যাবন এর প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা সৃষ্টিতা রায় বলেন, তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যাবনের প্রাক্তনীদের জন্য রবিবার, ৩০ জুলাই একটি বিশেষ দিন হয়ে উঠেছিল। হাওড়ার যোগেশচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ের অভিতেরিয়ামে তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যাবনের প্রাক্তনীদের পরিচালিত সম্পূর্ণ স্বশাসিত সংস্থা ‘স্বপ্ন নিয়ে’র তরফ থেকে আমরা এদিন এক সাধারণ সভার আয়োজন করেছিলাম। এই সংস্থার প্রত্যেক সভা নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক বজায় রাখতে দায়বদ্ধ। তাই সকলেই এই উদ্যোগে আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

মাজুলিতে নাবালিকা-ধর্ষণের দায়ে সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দুজনের

মাজুলি, ৩১ জুলাই : মাজুলিতে ১৩ বছর বয়সি এক নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে দুই অভিযুক্তকে সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় দিয়েছেন জেলা ও দায়রা বিচারপতি। পাশাপাশি আদালত সাজাপ্তও মানস ভরালি এবং রাতুল ভরালি নামের দুজনকে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানাও করেছে। আজ সোমবার জেলা ও দায়রা বিচারপতি মানস ভরালি এবং রাতুল ভরালি নামের দুজনকে সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় দেওয়ার পর আদালত চত্বরে ভুক্তভোগী মেয়েটি সাংবাদিকদের প্রশ্নেরে পরিবার। গত জানুয়ারি মাসে মাজুলীর জোড়বিল সোনাপুরে সংগঠিত মর্মান্তিক ঘটনায় জেলাজুড়ে চাঞ্চল্য ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এটিকে আদালত চত্বরে ভুক্তভোগী মেয়েটি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সেদিনের ভয়ানক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে। সে বলেছে, ঘটনার দিন সকাল ৬-টায় আমি আমাদের ছাগল আনতে যাচ্ছিলাম। তখন এরা (অভিযুক্ত) আমাকে ধরে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। এরা আমার জীবন ও আত্মসন্মান ধ্বংস করেছে। তাদের শাস্তি হওয়ায় আমি খুশি।’

আগামী সোমবার থেকেই পোড়া হাট চালু করে দেব ধাপে ধাপে, বললেন পুরমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ জুলাই : হাওড়ার মঙ্গলাহাটে এসে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পোড়া হাটের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সোমবার বিকলে দেখা করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সেখানে তিনি ঘোষণা করেন, আগামী সোমবার থেকেই পোড়া হাট চালু করে দেওয়া হবে ধাপে ধাপে। এদিন পুরমন্ত্রীকে সামনে পেয়ে ব্যবসায়ীরা আবেদন করেন সামনের সপ্তাহেই তারা যাতে হাটে বসতে পারেন তার ব্যবস্থা করতো। মন্ত্রী তক্ষনা জানিয়ে দেন আগামী সোমবার থেকেই হাট চালু করে দেওয়া হবে ‘পার্ট বাই পার্টে’। এদিন বিকলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সমর্থনে এক পথ সভাও হয়। ফিরহাদ হাকিম ছাাও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরুণ রায়, রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, পুর প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারপার্সন ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।



প্রসঙ্গত, গত ২০ জুলাই মধ্যরাতে মঙ্গলাহাটের পোড়া হাটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কয়েকশ দোকান এবং স্টল ভস্মীভূত হয়ে যায়। পূজোর আগে প্রচুর টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয় হাটের ব্যবসায়ীদের। ফিরহাদ হাকিম এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, এখন থেকে এই জায়গাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। মঙ্গলবার সকাল থেকে পরিষ্কার করে যার যেখানে যা স্টল ছিল সেই

ওনারা চাইছেন না। তবুও আমরা বলেছি উর্কষ বাংলায় গরীব স্টল হোল্ডারদের পাশে থাকব। এখানকার ব্যবসায়ীরা বলছেন পরিষ্কার করে নিয়ে তারা বসবেন। শুধু শেডটা বানিয়ে দিন। সেটা



আমরা করে দিছি। এরা অন্য কোথাও যাবেন না। এখানেই ব্যবসা করবেন। আমরা আশা করছি পরিষ্কার হয়ে গেলে আগামী সোমবার থেকেই হাট চালু করে দেব ধাপে ধাপে। আর বিপজ্জনক বিল্ডিং ভেঙে দেবা। কর্পোরেশন নিজেদের জায়গা নিজেরা পরিষ্কার করবে। আমরা শুধু মাল এখান থেকে তুলে নেব। ফিরহাদ হাকিম এদিনের পথ সভায় বলেন, ভারতে ছোট

ব্যবসায়ীকে মেরে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। শুধু কি ব্যবসা করবে আদানি আদানিরা? ছোট ব্যবসায়ীদের বঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। কিন্তু বাংলায় ছোট ব্যবসায়ীরা বেঁচে আছেন। বাংলায় হাট সংস্কৃতি আছে।



এটা বেশি হচ্ছে বলে হাওড়া জুড়ে হাট হচ্ছে। আমরা কয়েকদিন দেখা। যদি কাগজপত্রের কোনও অসুবিধা থাকে হাওয়া পুরনিগম দেখবে। যদি সমস্যা থাকে তাহলে যাতে দ্রুত হাট খোলা যায় সেই ব্যাপারে উদ্যোগী হবে। হাটে বিভিন্ন কমিটির নাম নিয়ে টাকা তোলা হচ্ছে। এই ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের কাছে অনুরোধ করব টাকা না দেওয়ার জন্য। রাজ্য সরকার সঙ্গে আছে।

শ্যামপুরে অঙ্গন ওয়াড়ী কেন্দ্রে রান্না করা খাবারে টিকটিকি মড়া

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ জুলাই : শ্যামপুরের সৈয়দপুর অঙ্গন ওয়াড়ী কেন্দ্রে সোমবার সকালে রান্না করা খাবার খিটুড়ি নিয়ে বাড়ি চলে যায় এবং বাড়িতে গিয়ে শিশুরা ও তাদের দিদিরা ও খায় এবং খাওয়ার পরে শিশুদের মধ্যে অসুস্থতা দেখা দেয়। তক্ষণাৎ শিশুদের নবগ্রাম প্রাথমিক চিকিসাকেন্দ্রে ও পরে উল্বেড়িয়া শরচন্দ্র মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, এখনও পর্যন্ত ১৩জন চিকিৎসাধীন। হাসপাতালে দুজনের ঝর দেখা দেয় এবং বাকী ১১ জন সুস্থ বলে জানা যায়। খবর পেয়ে স্বাস্থ্য দফতরের টিম এলাকায় গিয়ে শিশুদের পরীক্ষা করে এবং সকলেই সুস্থ বলে জানা যায়। অভিভাবকদের অভিযোগ কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতেই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তাই তারা তাদের দেওয়া খাবার পরবর্তীকালে বাচ্চাদের দেবেন কি না ভাবছেন।



সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির(উপরে) উদ্যোগে বিধায়ক মনোজ তিওয়ারির উপস্থিতিতে এবং নিউ মোল্লো পাড়া বালটিকুড়ি মিলাটে ওয়ার্সি কমিটির উদ্যোগে (নীচে) পালিত হলো মহরম।

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জুলাই : কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী কিছু দিন দক্ষিণবঙ্গে বেশি বৃষ্টি হবে, উপকূলের জেলাগুলিতে কয়েক পশলা মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাতাসে জলীয়রাষ্প বেশি থাকায়, আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও রয়েছে। সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে তিন ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ব্যাডগ্রাম, বাকুড়া, পুর্কুলিয়ায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি রয়েছে। ওড়িশা ও উপকূল সংলগ্ন বেশ কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে একদিকে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অন্যদিকে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস, অর্থা কখনও গরম আবার কখনও মনোরম থাকবে আবহাওয়া। আপাতত তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন হবে না।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আগুন আতঙ্ক, কালো ধোঁয়ায় ঢাকল সর্বত্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জুলাই : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আগুন আতঙ্ক। পরীক্ষা চলাকালীন এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে আচমকই কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে একটি ইঞ্জিন। সোমবার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে মাস্টার্সের পরীক্ষা চলছিল। সেই সময় আচমকই কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় দ্বিতীয় তল। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত প্রায় সকলেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তড়িঘড়ি বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন প্রত্যেকে। খবর দেওয়া হয় দমকলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের অনুমান, এসি চালানো মাত্রই শর্ট সার্কিট হয়। তার জেরে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চতুর্দিক। তবে এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

খোরপোশ মামলায় ধৃত স্বামী বকুলতলায়

দুরন্ত বার্তা,বকুলতলা, ৩১ জুলাই : স্ত্রীর স্বামীর বিরুদ্ধে খোরপোশ মামলার ভিত্তিতে বকুলতলার বেলে দুর্গানগর থেকে ধৃত এক ব্যক্তিকে সোমবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।গত ৭ ই জানুয়ারি বেলেদুর্গানগরের এক গৃহবধু স্বামীর বিরুদ্ধে খোরপোশ মামলা করে। আর সেই মামলার ভিত্তিতে রবিবার বকুলতলা থানার পুলিশ বকুলতলা থানার বেলে দুর্গানগরের বাড়ি থেকে জীবন কৃষ্ণ মন্ডল নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বকুলতলা থানায় নিয়ে আসে। ধৃতকে সোমবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

১৪০ কেজি গাঁজা উদ্ধার, ধৃত তিন যুবক

আগরতলা, ৩১ জুলাই : ত্রিপুরায় নেশার প্রকোপ দিন দিন বেড়েই চলেছে। নেশাকারবারিরা নিতানতুন পন্থা অবলম্বন করে নেশা সামগ্রী পাচার ও মজুত করে রাখছে। সোমবার ভোরে সিংহাই থানার পুলিশ মোহনপুর বিজয়নগর গ্রামের এক বাািতে তল্লাশি চালিয়ে মোট ১৪০ কেজি শুকনো গাঁজা সহ নগদ ১ লক্ষাধিক টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। সাথে তিন নেশাকারবারিকারীকে আটক করা হয়েছে।কিন্তু বারি মালিককে আটক করা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক সিদ্ধার্থ শংকর করা। তিনি জানিয়েছেন, প্রতি দিনের মতো গতকাল গভীর রাতেও এলাকায় সিংহাই থানার পুলিশ টহলদারীতে নেমেছিল। তখন সন্দেহজনক তিন যুবক দুটি বাইকে করে যাচ্ছিল। পুলিশ তাদের নির্দেশ দিলে তাঁরা পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাদের পেছনে ধাওয়া করেছে। তাঁরা পালিয়ে গিয়ে মোহনপুর বিজয়নগর গ্রামের বাসিন্দা প্রশান্ত সরকারের বাড়িতে প্রবেশ করেন। সোমবার মন্ত্রী বলেন, জৈলাসহর মহকুমায় বিদ্যু পরিষেবা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই বেশ কিছু অভিযোগ উঠছিল। বিদ্যু পরিষেবার ক্ষেত্রে কোথায় সমস্যা হচ্ছে এ বিষয়টি খতিয়ে দেখতেই আজ এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

হাটের পুনর্গঠনে রাজ্য সরকারকে সবরকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হাট ব্যবসায়ীরা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ জুলাই : মঙ্গলাহাট থাকুক মঙ্গলাহাটের জায়গাতেই। বরং হাটের পুনর্গঠনে রাজ্য সরকারকে সহযোগিতা করতে



প্রস্তুত তাঁরা। জানিয়ে দিলেন ব্যবসায়ীরা। এর পাশাপাশি মঙ্গলাহাট নিয়ে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার হাট ব্যবসায়ীরা বলেন, তাঁদের কথা বিধানসভার তোলার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। তবে তাঁরা এই জায়গা ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে ব্যবসা করতে রাজি নন। এখানে ব্যবসা করার যে সুযোগ সুবিধা এতদিন ধরে রয়েছে বা তৈরি হয়েছে তা অন্য কোনও জায়গায় গেলে কিছুতেই হবেনা। সেক্ষেত্রে

সরকারকে। তাই তারা চাইছে মঙ্গলাহাট থাকুক মঙ্গলাহাটের জায়গাতেই। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পোড়া হাট ব্যবসায়ী সংগ্রাম সমিতির যুগ্ম সম্পাদক সাগর জয়সোয়াল বলেন, মঙ্গলাহাট চলছে ব্রিটিশ আমল থেকে। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জন্য চিন্তা করেছেন। যদি এই জায়গা সরকার অধিগ্রহণ করে ওখানে বিল্ডিং বানায় তাকে আমরা সাধুবাদ জানাছি। আমরা সমিতির সঙ্গে আলোচনায় বসব। পরিকাঠামো দেখা হবে। দেখা হবে কত সময়

বৈদ্যবাটি পুরসভায় ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের খাল সংলগ্ন এলাকার প্রত্যেকটি বাড়িতে ধরছে ফাটল

বনস্পতি দে, হুগলি, ৩১ জুলাই : বৈদ্যবাটি পুরসভায় ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বৈদ্যবাটি খাল সংলগ্ন এলাকার প্রত্যেকটি বাড়িতে ধরছে ফাটল। প্রতি ঘন্টা বাড়ছে ফাটলের দৈর্ঘ্য। কিছু কিছু মানুষের বাড়ি ইতিমধ্যেই খালের জলের মেঝেতে ফাটল, বাড়ির দেওয়ালে ফাটল, কারোর কারোর আবার বাড়ির ভিত সরে গেছে ধসের কারণে। আতঙ্কে ঘুম উড়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। স্থানীয় সূত্রে খবর , কিছু মাস আগেই হয়েছে বৈদ্যবাটি খালের সংস্কার। তার জেরেই বিপদের মুখে স্থানীয় মানুষরা। খালের সংস্কারের জন্য খালের তলা থেকে মাটি কেটে তোলা হয়েছিল। যার ফলে খালের গভীরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে ধসের। বৈদ্যবাটি পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের খড়পাড়া এলাকার



বাসিন্দারা জানিয়েছেন গত কয়েকদিন ধরে খাল পারে বাড়িগুলিতে ফাটল দেখা যায়। বারি দেওয়াল মেঝেতে ফাটল ধরেছিল। যার ফলে খালের গভীরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে ধসের। বৈদ্যবাটি পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের খড়পাড়া এলাকার

ছুরি দিয়ে আঘাত করেছে কলগাছিয়ার বাসিঃলা হাকিম আলি। পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জশান, সাদ্দাম আলি গলায় দূধ, পিটু দই, পেটে দূই সহ মোট ছয়বার ছুরিকাঘাত করেছে হাকিম। তিনি বলেন, তাঁরা যখন মৃতদেহটি উদ্ধার করেন, তখনও দেহের পিঠে ছুরির অগ্রভাগ বিদ্ধ হয়েছিল। মৃত সাদ্দামের পালকদার মোটের বাইক আটগাঁও সেতুর নীচে ছেড়ে উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ অফিসার জানান, টাকার জন্যই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে মৃতদেহ গড়চুক এবং ফাটলিলের

নাথ,মেখ বাবুল, আখতারি বিবিদের অভিযোগ চলতি বছরের শুরুর দিকে সেচ দফতর থেকে খাল সংস্কার করা হয়। তখনই গভীর হাটের পার্শ্বের মাটি কাটা হয়েছে,তার পরেই এই অবস্থা খাল পারের বাড়ি গুলোয়। খাল পােরে ভাঙন বাড়ছে। ফলে রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন তারা। বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকছে কয়েকটি পরিবার। বাসিন্দারা নিজেদের উদ্যোগে বাড়ি বাঁচানো চেষ্টা করেছেন লাভ হয়নি।বৈদ্যবাটি পুরসভার যোয়ারম্যান পিটু মাহাত জানিয়েছেন প্রায় ১৪টি বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে,জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছো।যত দ্রুত সম্ভব ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুক্রবার সেচ দফতর থেকে এলাকা পরিদর্শন করে এবং স্থানীয়, বাসিন্দাদের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়।

দুর্গম এলাকার জলাশয়ে কচুরপনার নীচে লুকিয়ে রেখেছিল হাকিম। জানা গেছে, হাকিম আলি ব্রেড দিয়ে তার মাথার এক অংশ কেটে ডেসম্পার স্ব স্বাধিকারিকে গিয়ে বলেছিল, আজ ভোররাত ৩,১৬টায় সে ডাকাতদের খপ্পরে পড়েছিল। তাকে অপহরণ করেছিল ডাকাতের দল। তা শুনে ডেস্পার স্বাধিকারীরা রফিকুল ইসলাম ফাটশিল থানায় ঘটনা সম্পর্কে এফআইআর দায়ের করেন। এফআইআর-এর ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্ত-অভিযান চালিয়ে যাতক হাতিম আলিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৪২ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৫ শ্রাবণ , ১৪৩০

হজে মহিলা তীর্থযাত্রী

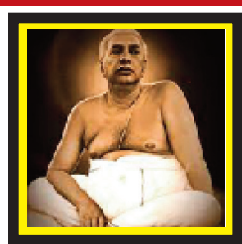
বিজেপি লোকসভায় তাদের আসন নিশ্চিত করতে সংখ্যালঘুদের ভোটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এবারে বিজেপি দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে দিলীপ ঘোষ বাদ হয়ে গেলেও সেখানে এসেছেন সংখ্যালঘুদের একজন মুসলিম ব্যক্তি। বিজেপি দল যে মুসলিম বিরোধী নয় সেটাকে প্রমাণ করতেই এখন বিজেপি দলের নেতারা মরিয়া হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছেন। বিরোধী দলের নেতারা বিজেপি দলকে সাম্প্রদায়িক দল বলে প্রচার করে থাকে। সেই সাম্প্রদায়িক তকমা এবারে ছেড়ে ফেলতে শুরু করে দিয়েছেন বিজেপি দলের নেতারা। লোকসভার নির্বাচনের দামামা বাজতে শুরু করে দিয়েছে। রাজস্থান এবং তেলঙ্গানার বিধানসভার ভোট রয়েছে। এবারে রাজস্থানে বিজেপি দলের দিকে হাওয়া ঘুরতে

সম্পাদকীয়
শুরু করে দিয়েছে। সেখানে বিজেপি দল যদি সরকার গঠন করে তাহলে অবাক হওয়ার কোনও কারণ নেই। উত্তর প্রদেশে মোদির মন কি বাত নিয়ে একটি বই প্রকাশ করা হয়েছে। সেই বইটিতে ১২ উল্লেখযোগ্য মোদির ভাষণ স্থান পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মনের কথা হচ্ছে হজ যাত্রায় মহিলাদের সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। এই বছরে চার হাজার মুসলিম মহিলা মেহরামকে ছাড়াই হজ যাত্রা করতে পেরেছে। একে বিশাল রূপান্তর বলে আখ্যা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন আগে মুসলিম মহিলাদের হজ যাত্রা অনেক অসুবিধা দেখা দিতে শুরু করেছিল। মেহরাম ছাড়া হজ যাত্রায় মহিলাদের অনুমতি দেওয়া হতো না। এবারে কিন্তু মহিলারা মেহরাম ছাড়া হজ যাত্রা করতে পারছে। মেহরাম ছাড়া যারা হজ যাত্রায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের জন্য সমন্বয়কারী নিয়োগ করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন এবারে বহু মুসলিম মা বোনোরা আমাকে চিঠি লিখেছেন। তাঁরা আর প্রশংসা করেছেন। রাজনৈতিক দলের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে এখন মোদি সরকার অন্য পথ ধরে এগোতে শুরু করে দিয়েছে। এতদিন ধরে বিজেপি দলকে সাম্প্রদায়িক বলে যে তকমা দেওয়া হচ্ছিল তা এখন আর দেওয়া সম্ভব হবে না। মুসলিম মহিলাদের ভোট এখন বিজেপি দিকে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। উনিশের ভোটে দ্বিতীয়বার বিজেপি দল ক্ষমতা লাভ করার পরই তিন তালাক প্রথাকে ফৌজদারি অপরাধ বলে গণ্য করে আইন করা হয়েছিল। এবারে মোদির লক্ষ্য হচ্ছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। এই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করতে বিজেপি দল প্রথম থেকেই প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিল তখন তারা বিরোধী দল হিসাবে পরিচিত। তাদের ইস্তাহারে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার পক্ষে বক্তব্য রাখতে শুরু করে। এবারে সরকারে এসে সেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার ওপরে বেশি করে জোর দেবে বিজেপি দল সেটা নিশ্চিত। উত্তর প্রদেশে ২৭ শতাংশ স্থান সংরক্ষিত করা হয়েছে অনুরূপ শ্রেণিতে জন। বিজেপি দলের গা থেকে উচ্চবর্ণের গন্ধটাকে একেবারে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি দল। উত্তর প্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপি দলের নেতারা এখন মুসলিম এলাকায় বেশি করে সফর করছেন এবং তাদের সঙ্গে কথা বলতে সম্পর্ক তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি দলের নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন যে গরিব পরিবারের সঙ্গে দলের সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। উত্তর প্রদেশে ইতিমধ্যে গরিব মুসলিম পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একটি সম্মেলন করা হয়েছে। এদিকে ইণ্ডিয়ান লালটি মণিপুর থেকে বিরোধে। তাঁরা মণিপুরের বুড়াচাঁদপুর, বিষ্ণুপুর, পশ্চিম ইক্ষফল সহ বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। মণিপুর সমস্যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কোনও কথাই বলছেন না। এদিকে বিজেপি দলের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন সব বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী কথা বলবেন, না হলে চলবে না, এটা রী কী রকম নীতি বিরোধী দলের।

ভারতবর্ষ

ভারত বিখ্যাত লেখক এস ওয়াজেদ আলিকে নিশ্চয়ই কেউ ভুলে যাননি। তিনি ‘ভারতবর্ষ’ বলে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সেখ ানে তিনি লিখেছেন, “ সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে।” থামার কোনও লক্ষণ নেই। লেখক এস ওয়াজেদ আলি বিদেশে গিয়েছিলেন। প্রায় কুড়ি বছর বাদে তিনি ভারতে এসেছেন। এই রাজ্য ধরে হাঁটছেন। রাস্তার বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে। বিজলি আলো এসেছে। কেরোসিন তেলের কুপি জ্বলানো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তিনি নতুন রাস্তা দেখতে গিয়ে দেখতে পেলেন সেই তাঁর দেখা অতীতের দোকানটি পরিবর্তন রয়েছে। কেরোসিন তেলের আলো আর জ্বলে না। বিজলি আলো জ্বলছে। কিন্তু দূর থেকে দেখতে পেলেন যে চার পাঁচজন ছোট বালকেরা এক মন দিয়ে একটি বইয়ের পাঠ শুনছেন। তিনি অবাক হয়ে গেলেন। কুড়ি বছর আগে যে রকমভাবে ছোটরা এক মন দিয়ে বইয়ের একটি পাঠ শুনছিল আজ সেই রকমই ভাবে মন দিয়ে ছোটরা বইয়ের পাঠ শুনতে বাস্তু। তাদের সমানে এসে দোকানদার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাকে কুড়ি বছর আগে এই রকমভাবে বই পাঠ করতে দেখছি। আজও সেই রকমভাবে বই পাঠ করে চলেছেন। দোকানদার লেখককে জানালেন, আপনি ঠিক দেখে ছেন। তখন আমার পিতা জীবিত। তিনি তখন আমাদের রামায়ণ পাঠ করে শোনাতেন। আর আজকে আমার পিতা প্রয়াত। তাঁর স্থানটিকে আমি গ্রহণ করে রামায়ণ পাঠ করে আমার ছেলেমেয়েদের শোনাই। লেখকের চোখের সমানে ভারতবর্ষের আসল তত্ত্বটা প্রকাশ হয়ে গেল। তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন ভারতের সংস্কৃতিবোধের কথা। ভারতবর্ষে রাম নাম নিয়ে প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে। রাম নাম নেওয়া কোনও অন্যায় নয়। রাম নাম করলে কোনও জাত যায় না। প্রতিটি হিন্দুদের উচিত হচ্ছে রাম নাম করা। রাম নামের মধ্যে কোনও বিচ্ছিন্নতাবাদী তত্ত্ব লুকিয়ে নেই। রাম নাম কোনও একটি জাতিকে বোঝায় না। রাম নামের মধ্যে ভারতের সংস্কৃতি লুকিয়ে রয়েছে। ভারতের সভ্যতার বিকাশ লুকিয়ে রয়েছে। ভারতের তপোবনের শিক্ষা থেকে শুরু করে তপোবনের সংস্কৃতিও লুকিয়ে রয়েছে। আর মহাভারতের মধ্যে রয়েছে ভারতের শাসনতন্ত্রকে কীভাবে পরিচালনা করতে হবে তার তত্ত্ব। সেই সত্যের বিকাশ ঘটাতে হবে। তবেই ভারতকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী



যে শাস্ত্রী মা সে কিন্তু তোমার অর্ধেক অঙ্গের মা অর্থাৎ তুমি আর তুমোর স্বামী দুজনে মিলে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ। আর মা মানেই জগত জননী সর্বসম্বী। লৌমা আসলে তার আঙুে আঙুে কর্তৃত্ব হারায়, আবার ছেলেকে হারানোর ভয় থাকে।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলেছেন, মানব সেবার্য হতে হতে হবে। সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের স্বদান করতে হবে। যিনি মানব সেবা তথা জীব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত জীব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। জীব সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি জীব সেবা করতে পারেন তিনি সবার কাজে প্রিয় হন। জীব সেবাই হচ্ছে ভগবান সাধনার একটি অনাতম পথ। বহির্কে সেবার মস্ত্রে দীক্ষিত করা উচিত। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি বললেন তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা। সেই কারণে বেলেড় মঠের প্রতিটি সন্তানের সেবার কাজে লিপু থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে জীব সেবা করা। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা সবাইকে জীব সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

বাংলার বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রামে বেথুন ছাত্রীরা অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকদের দিকে তাক করে পিস্তল ধরতে কুণ্ঠাবোধ করে নি

বাংলার বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রামে বেথুন ছাত্রীদের অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে বহুকাল ধরে লেখার ইচ্ছা ছিল। সেই ইচ্ছা এবারে পূরণ করা সম্ভব হল। বিপ্লবী দলে মহিলাদের নাম লেখানোর কোনও অধিকার ছিল না। বিপ্লবীরা তাদের গুপ্ত আন্দোলনে মহিলাদের অংশ গ্রহণ করতে দিতে নারাজ ছিল। বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ থেকে শুরু করে মাস্টারদা সূর্য সেন পর্যন্ত বিপ্লবী দলের মহিলাদের অংশ গ্রহণ করাটাকে বেশি পছন্দ করতেন না। তাঁরা মনে করতেন যে বিপ্লবী দলে মহিলারা থাকলে ব্রিটিশ পুলিশদের কাছে খবর পেঁাছে যাবে। মহিলারা ব্রিটিশ পুলিশদের অত্যাচারকে সহ্য করতে না পেরে বিপ্লবীদের সব গোপন তথ্য ফাঁস করে দেবে। সেই কারণে মহিলাদের বিপ্লবী দলে অংশ গ্রহণ করা যাবে না। মহিলাদের বাদ দিয়েই বাংলার সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত যে ভুল তা প্রমাণ করে দিলেন মহিলা বিপ্লবীরা। বিপ্লবী দলে যোগদান করে সেই সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করলেন বেশ কিছু বিপ্লবী মহিলা তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দদদার, বীণা দাস এবং কল্পনা দত্ত। এঁনারাই সবাই কিন্তু বেথুন কলেজের ছাত্রী। এবছর বেথুন কলেজিয়েট স্কুল ১৭৫ বছরে পা দিল। বেথুন স্কুল এর পরে কলেজ স্থাপিত হয়েছে। তবুও বেথুন স্কুলের ১৭৫ বছরের পদার্পণ কালে এঁদের নাম স্মরণ করেই আজকের লেখা। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৪৯ সালে। আর কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে ঠিক তার কুড়ি বছর পরে অর্থাৎ ১৮৭৯ সালে। এবছর বেথুন কলেজ ১৪৪ তম বর্ষে পদার্পণ করলো। বাংলার মহিলা শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছে বেথুন স্কুল ও কলেজ উভয়েই। এই শিক্ষা কেন্দ্র এর ছাত্রীরা ভারতকে স্বাধীন করার ক্ষেত্র থেকে শুরু করে অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকদের দিকে তাক করে পিস্তল ধরতে কুণ্ঠাবোধ করে নি। তাঁদের যে নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম তা নিয়ে কোথাও বেশি আলোচনা করতে দেখা যায় না। মহিলা বিপ্লবী বলেই কি এঁনাদের প্রতি এত অবহেলা? এই নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন করতে থাকেন। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। এখনও প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত এবং বীণা দাসকে নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়। তাদের বীরত্বের কথা কিন্তু বাংলার ইতিহাসের পাঠ্য



থেকে সবাই জানতে পারে যে কল্পনা দত্তের কথা। নাহলে বাঙালিরা প্রায় সবাই বলতে গেলে ভুলে গিয়েছে মহিলা বিপ্লবীদের কথা এবং তাঁদের আত্মত্যাগের কথা। আজকের প্রতিবেদন তাঁদেরকে নিয়েই। তাঁদেরকে শ্রদ্ধা জানাতে এবং তাঁদের আত্মত্যাগের কথাকে স্মরণ করতেই আজকের শ্রদ্ধাঞ্জলি। রবীন্দ্র কুমার শীল)

প্রীতিলতা ওয়াদ্দদদার (৫ মে, ১৯১১-২৪ স্পেটম্বর ১৯৩২) ঃ বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রভাবশালী নেত্রী ছিলেন। চট্টগ্রাম এবং ঢাকাতে পড়াশুনা করেছেন। দর্শন শাস্ত্রে স্নাতক হয়েছিলেন। তিনি বাংলার প্রথম মহিলা শহিদ। ৫ মে, ১৯১১ সালে ধলঘাট, পটিয়া, চট্টগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। পিতা ছিলেন সেন্স ইনকার পুরসভার প্রধান কেরানি। তাঁর নাম জগবন্ধু ওয়াদ্দদদার। মাতার নাম ছিল প্রতিভা দেবী। তাঁদের ছয় সন্তান - মধুসূদন, প্রীতিলতা, কনকলতা, শান্তিলতা, আশালতা এবং সন্তোষ। আগে তাঁদের পরিবারের পদবী ছিল দাশগুপ্ত। পরিবারের কোনও পূর্ব

হতো। ১৯১৮ সালে এখান থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। বেথুন কলেজের এর একজন সার্থী কল্পনা দত্ত ছিলেন তাঁর সেই স্কুল বন্ধু। এক ক্লাসে পড়াশুনা করতেন এবং ব্যাডমিন্টনও খে লতেন। স্কুলে পড়াশুনা করার সময়ে বাঁসির রানির বীরত্বের কথা তাঁদের মনের মধ্যে একেবারে গেথে গিয়েছিল। ১৯২৬ সালে সংস্কৃতে বৃত্তি লাভ করলেন। ১৯২৮ সালে মাস্ট্রিক পাশ করেন। আই এ পড়ার জন্য তিনি ঢাকার ইডেন কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে আই এ পরীক্ষায় মহিলাদের মধ্যে পঞ্চম স্থান লাভ করেছিলেন। ফলে তিনি মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি পেয়েছিলেন। সেই বৃত্তির টাকা দিয়ে কলকাতায় এসে বেথুন কলেজে ভর্তি হলেন। তাঁর বিষয় ছিল দর্শন। ১৯৩২ সালে ডিসটিশন নিয়ে বিএ পাশ করেন। প্রীতিলতার নিকট আত্মীয় পূর্ণেন্দু দাশগুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন। তিনি সরকারি নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত বই প্রীতিলতার কাছে রেখে দিতেন। সেই সব সরকারি নিষিদ্ধ বইগুলি রাতের অন্ধকারে ঘরে বসে

বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বাদ দিলীপ ঘোষ এর পেছনে কি কোনও মতপার্থক্য কাজ করেছিল

বিজেপি দল এবারে নতুন করে কেন্দ্রীয় কমিটি তৈরি করলো। সেখানে বাদ পড়ে গেলেন বাংলার দিলীপ ঘোষ। প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে যে বিজেপি দলের মধ্যে কোন্দল সৃষ্টি হওয়ার কারণেই কি দিলীপ ঘোষকে সরিয়ে দেওয়া হল? যদিও দিলীপ ঘোষ বলেছেন যারা লোকসভার নির্বাচনে লড়বেন তাঁদেরই কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে সরে যাওয়ার ফলে এখন সবাই ভাবতে শুরু করে দিয়েছে যে দিলীপ ঘোষকে মন্ত্রী করা হতে পারে।



দিয়েছিলেন। রাজ্য বিজেপি দলের একজন নেতা বলেছেন যে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠরে রাজ্য বিজেপির বিপুল সমালোচনা করেছিলেন দিলীপ ঘোষ। এমন সব আগ্রিয় প্রসঙ্গ তুলতে শুরু করে দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে তাতে বিরত বোধ করতে শুরু করে কেন্দ্রীয় নেতারা। দেখে ভালে। যদি বিজেপি দলকে বাদ দে পাওয়া গেল সামগ্রিকভাবে দলকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল। এই বিষয়টি নিয়ে রাজ্য ঘোষের সরে যাওয়ার পিছনে মতপার্থক্য কাজ করেছিল বলে আলোকেই অনুমান করতে থাকে। দিলীপ ঘোষের সঙ্গে বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারীর এবং

শুরু করে দিয়েছিলেন রাজ্য নেতারা। দলের ঐক্যকে নষ্ট করতে শুরু করে দিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। বিভিন্ন দল বিরোধী মন্তব্য করে। বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ দুই দিন ধরে



আলোচনা করেছিলেন দিল্লিতে। অনেকেই মনে করতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে শুভেন্দুর বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে দিলীপ ঘোষকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। যদিও কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতারা এ ব্যাপারে কোনও রকম মুখ খ লতে নারাজ। এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেছেন যারা লোকসভার নির্বাচনে বিজেপি দলের হয়ে প্রার্থী হতে ইচ্ছুক তাঁদেরকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে রাখা হবে না। দিলীপ ঘোষ আন্তর্জাতিক বায়ু দিবস উপলক্ষ্যে একটি টুইট করেছেন। সখানে তিনি মন্তব্য

করেছেন, আজ আন্তর্জাতিক বায়ু দিবস। এই পৃথিবীর জল-হাওয়া আলো মাটির ওপরে আমাদের অধিকার আছে, ততটাই অধিকার আছে প্রাণীদেরও। আমাদের মতোই নিজের সন্তানের প্রতি ওরা যত্নশীল। জঙ্গলে না বাঁচলে ওরাও অবলুপ্ত হয়ে যাবে। আসুন জঙ্গল বাঁচাই। বাঘ থাকলে জঙ্গল বাঁচবে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা মনে করছেন যে দিলীপ ঘোষের টুইটের শেষ লাইনগুলি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। দলকে কি বার্তা দিতেই এই রকম মন্তব্য করলেন তিনি। আসলে রাজ্য বিজেপি বেশি শক্তিশালী হতে পারছে না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সামাজিক মেলা মেশা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার অভাব। এই রকম বলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন বলে দিলীপ ঘোষ বলে জানতে পারা গিয়েছে। রাজ্য বিজেপি দলটা একেবারে জনগণ থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে বলে মনে করে থাকেন দিলীপ ঘো,। তিনি মনে করে রাজ্য বিজেপি দলের প্রচিটি কর্মীদের কাজই হচ্ছে জনগণের সঙ্গে মেশা এবং তাদের বিপদ আপদে গিয়ে পাশে দাঁড়ানো। রাজ্য বিজেপি দলের এটা সবথেকে বড় অভাব দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। কৃষকদের পাশে থেকে তাদের জন্য সময় দিতে হবে। যুব সংগঠনকে শক্তিশালী করতে গেলে মাটির ওপরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। সকলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে হবে। অন্যায় দেখলে তা প্রতিকার করতে হবে।

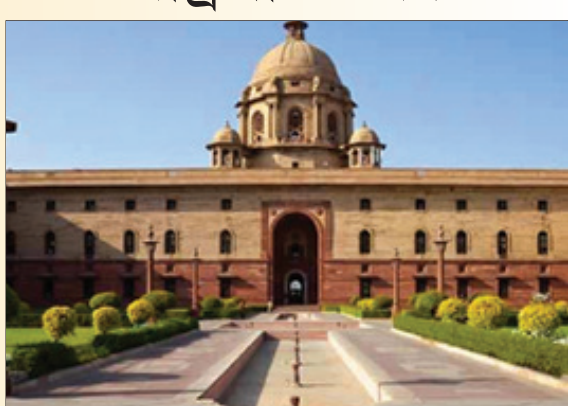
পড়ে গেলে মনোরঞ্জন রায় মহিলা বিপ্লবীদের সংগঠিত করা দায়িত্ব পালন করেন। প্রীতিলতা বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তার একটি মাত্র কারণ দেশকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের কোনও খাদ ছিল না। একেবারে সোনার খাটির নতো দেশকে ভালোবাসতেন রামকৃষ্ণ। ১৯৩০ সালে ২ ডিসেম্বর ক্রেগের পরিবর্তে চাঁদপুরের এসডিও তারিণী মুখার্জিকে হত্যা করলেন। জেলের ফাঁস আসানি হয়ে রামকৃষ্ণ যখন ছিলেন কারাগারে তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে প্রীতির মাসে বিপ্লবী কলকাতার আলিপুর জেলে। ১৯৩২ সালে মাস্টারদা সূর্য সেনের সঙ্গে পরিচয় করলেন প্রীতিলতা। ১৯৩০ সালে ১০ আগস্ট চট্টগ্রামের ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেটা ব্যর্থ হয়েছিল। তারপরে সেপ্টেম্বর মাসে বিপ্লবী মহিলাদের ওপর দায়িত্ব দিয়ে এই ক্লাব আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এর সাতদিন আগেই কল্পনা দত্ত ধরা পড়ে গেলেই পুলিশের হাতে ২৩ সেপ্টেম্বর প্রীতিলতার নেতৃত্বে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করা হল। সংঘর্ষ শুরু হওয়ার মধ্যেই প্রীতিলতা গুলিবিদ্ধ হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গে থাকা পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে দেহ রাখলেন প্রীতিলতা।

কল্পনা দত্ত (২৭ জুলাই ১৯১৩-৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫) ঃ ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে অস্ত্র লুণ্ঠন পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম জেলার শ্রীপুর, বোয়ালখালী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল বিনোদ বিহারী দাশগুপ্ত। কলকাতার বেথুন কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্রী হয়ে পড়াশুনা করেছেন। বীণা দাস এবং প্রীতিলতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯৩১ সালে তিনি মাস্টারদা সূর্য সেনের বিপ্লবী দলে নাম লিখিয়েছিলেন। ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করার আগে পুলিশ তাঁকে থেফতার করে সব খবর জানার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তিনি কোনও কিছুই জানেন না বলে ব্যক্ত করেন। জামিনে মুক্তি পেয়ে আলোগোপন করেন। ১৯৩৩ সালে ১৬ ফেব্রুয়ারি গাইরালা গ্রামে তাদের লুকানো স্থানে গিয়ে পুলিশ আক্রমণ করে মাস্টারদা সূর্য সেনকে থেফতার করলেও কল্পনা

পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালে ১৯ মে আবার তাঁকে থেফতার করা হয়। চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দলে তাঁর যোগ থাকার অপরাধে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩৯ সালে তিনি মুক্তি লাভ করেন। তিনিও পূর্ণেন্দু দাশগুপ্ত এবং মনোরঞ্জন রায়ের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। ১৯২৯ সালে চট্টগ্রামে সূর্য সেনের অনুগামীরা মহিলা সম্মেলন করলে সেখানে প্রীতিলতা এবং তিনি যোগ দিয়েছিলেন। কল্পনা দত্ত ছয় বছর কারাগারে ছিলেন। ১৯৩৯ সালে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৪০ সালে ৬ই পাশ করেন। ১৯৪০-৪১ সাল গৃহবন্দি থাকেন। তারপরে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। সেই সময়ে তিনি কমিউনিস্ট নেতা পি সি জেশীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৫০ সালে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউটে চাকরি করেন। বীণা দাস (২৪ আগস্ট ১৯১১- ২৬ ডিসেম্বর ১৯৮৬) ঃ বীণা দাস জন্ম গ্রহণ করেন নদীয়ার কৃষ্ণনগরে। তাঁর পিতা বাড়ি ছিল চট্টগ্রামে। তাঁর পিতা পণ্ডিত বৈদী মাধব দাস ব্রাহ্ম ছিলেন। মাতার নাম সরলা দাস। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামী যতীন ভোমিকের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। ১৯৩২ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ দিচ্ছিলেন বাংলার লার্টসাহেব স্ট্যানলি জ্যাকসন। সেই সময়ে লার্টসাহেব স্ট্যানলি জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে পিস্তল দিয়ে গুলি ছোঁড়েন। ঘটনাস্থলেই ওয়াদ্দদদ সহ ধরা পড়েন ২১ বছরের ছাত্রী বীণা দাস। বেথুন কলেজের ছাত্রীরা সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার ফলে কলেজের প্রিন্সিপাল মিস জি. এম রাইট বললেন সবাইকে ক্ষম চাইতে হবে নাহলে হোস্টেলে থাকতে দেওয়া হবে না। সেই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রদের এবং বেথুন কলেজের ছাত্রীদের এলবার্ট হলে অভিনন্দন দেওয়া হয়েছিল। লার্টসাহেবকে গুলি করার অপরাধে তাঁর নয় বছর কারাদণ্ড হয়। যাদবপুরের ‘আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়’ এবং ‘যোধপুর পার্ক গার্লস স্কুলে’ শিক্ষকতা করেন। জামিনে মুক্তি পেয়ে আলোগোপন করেন। ১৯৩৩ সালে ১৬ ফেব্রুয়ারি গাইরালা গ্রামে তাদের লুকানো স্থানে গিয়ে পুলিশ আক্রমণ করে মাস্টারদা সূর্য সেনকে থেফতার করলেও কল্পনা

হেরিটেজ

রাষ্ট্রপতি ভবন



ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনটি আগে ছিল ভাইসরয় ভবন। রাহিসিনার পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। ৩৪০টি কক্ষ রয়েছে। এটি তৈরি করা হয়েছিল ব্রিটিশ ভারত শাসন কালে। ১৯১২ সালে এই রাষ্ট্রপতি ভবনটি নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯১১ সাল থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত চার হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। ব্রিটিশ স্বপ্নটি এডউইন ল্যাণ্ডসিয়ার লুটিয়েন্স এই ভবনটি পরিকল্পনার প্রধান দায়িত্বে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন হার্বার্ট বেকার। মোঘল শৈলীতে নির্মাণ করা হয়েছিল বাগানটি। সেই কারণে এই বাগানটির নামকরণ করা হয়েছে মোঘল গার্ডেন। বৌদ্ধ এবং হিন্দুদের ধর্মকে অনুগরণ করে বহু শিল্প এখানে নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি কলামে একটি করে ঘটনা রয়েছে। ১৯৩১ সালে এই ভবনটির আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। ভবনটি সম্পূর্ণ হতে সাতারো বছর সময় লেগেছিল। এটি তৈরি করতে ৭০০ মিলিয়ন ইট এবং ৩.৫ মিলিয়ান পাথর রয়েছে। এই ভবনটির প্রকল্পের প্রধান কৌশলী ছিলেন স্যার তেজা সিং এবং চারজন ঠিকাদার তেজা সিং সহ। দরবার হলে ৫০০ জন বসার স্থান রয়েছে। এখানেই ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন এর কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। এখানে গম্বুজ রয়েছে যা লর্ড হার্জিউ উচ্চতা বৃদ্ধি জওহরলাল নেহরু। অমৃত উদ্যান রয়েছে। ২০১৪ সালে একটি জাদুঘর উদ্বোধন করেছিলেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। ১৯৮৫ সালে রাষ্ট্রপতি ভবনটি পুনঃসংস্কারের প্রয়োজন হয়েছিল। স্থাপত্য পুনরুদ্ধারে দায়িত্বে ছিলেন সুনীতা স্কোহেরা। দ্বিতীয় পুনরুদ্ধার সংস্কার শুরু হয়েছিল ২০১০ সালে। ভরতীয় সংস্কৃতিদিয়ে তৈরি করা হয়েছিল এই ভাইসরয় ভবনটি। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এটি রাষ্ট্রপতি ভবনে পরিণত হয়। তবে এখানে ১৯৪৭ সালের পর ভারতের শেষ ভাইসরয় ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত স্বাধীন ভারতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তারপরে রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী। বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রপতি দৌপতী মুর্মু।

বয়সের আগেই চোখে, মুখে বার্ধক্যের ছাপ? ঘরোয়া উপকরণেই ঠিক করতে পারেন

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বক কৃচ্চক যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু কম বয়সে চেহারায বার্ধক্যের ছাপ দেখা দিলেই তা চিন্তার বিষয়। আধুনিক জীবনে



বলিরেখা আর বয়সের সূত্র মেনে মুখে তার ছাপ ফেলে না। ইদানীং ৩০ পেরোনার আগেই চোখ ও ঠোঁটের পাশে, কপালে বয়সের ছাপ পড়ে যায়। অর্থাৎ সময়ের আগেই বৃদ্ধ হতে থাকে ত্বকা মূলতঃ অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং খাদ্যভাস, ব্যস্তের মতো, সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি, বাইরের ধুলোবালি, দূষণ, স্ট্রেস - সব মিলিয়ে ত্বক নিস্তেজ হয়ে পড়ে। চোখে, মুখে বলিরেখা, ফাইন লাইনস ফুটে ওঠে। বাজারচলতি প্রচুর প্রসাধনী পাওয়া যায়, যেগুলি বলিরেখা দূর করতে ব্যবহার করেন অনেকেই। তবে এই জাতীয় প্রসাধনীতে রাসায়নিকের ব্যবহার বেশি। তাই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ভয় থেকেই যায়। তবে ঘরোয়া কিছু উপাদানেও কিন্তু এই বলিরেখাকে আটকে দেওয়া যায়। দেখে নিন সেগুলি কী কী-
মধুঃ মধু ত্বকের অর্জতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। পুরো মুখে মধু লাগিয়ে ১৫ থেকে

২০ মিনিট রাখুন। তারপর উষ্ণ জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন।
আলোভেরাঃ আলোভেরা ত্বকের অর্জতা ধরে রাখে। বার্ধক্যের ছাপ পড়তে দেয় না। যে কোনও ধরনের প্রদাহ দূর করতেও সাহায্য করে। বলিরেখা আটকাতে চাইলে ত্বকে টাটকা আলোভেরা জেল প্রয়োগ করুন।
নারকেল তেলঃ নারকেল তেলে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। যা ত্বকে অর্জতা বজায় রাখে এবং পুষ্টি জোগায়। শোওয়ার আগে ত্বকে অল্প পরিমাণে নারকেল তেল লাগিয়ে ম্যাসাজ করুন কিছুক্ষণ। তবে তেলতেলে ত্বক বা ত্রণ সমস্যা থাকলে সাবধান! তেল মেখে রেখে দেওয়া যাবে না। কিছুক্ষণ পর ভালো ভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে।
অলিভ অয়েলঃ অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট এবং স্বাস্থ্যকর ফ্যাটি রয়েছে অলিভ অয়েলো। যা ত্বকের জন্য

খুবই উপকারী। অল্প পরিমাণ অলিভ অয়েল মুখে লাগিয়ে কয়েক মিনিট রাখুন। তারপর মুখ ধুয়ে ফেলুন।
শশাঃ শশা ত্বক ঠান্ডা ও হাইড্রেট রাখে। শুধু বলিরেখা নয়, ডার্ক সার্কেল এবং ত্বকের অন্যান্য সমস্যাও নিরাময় করে শশা। শশা স্লাইস করে কেটে চোখে ও মুখে লাগিয়ে রাখতে পারেন।
গ্রিন টি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ গ্রিন টি ত্বকের জন্য খুব উপকারী। গ্রিন টি তৈরি করার পর তা ঠান্ডা করে স্প্রে বোতলে ভরে রাখুন। এটি ফেসিয়াল টোনার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।
কলাঃ পাকা কলা চটকে মুখে মাখুন। মিনিট পনেরো পর মুখ ধুয়ে নিন।
কলা ত্বক ময়েশ্চারাইজ করে। তাছাড়া, ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বাড়িয়ে তুলতে কলার জুড়ি মেলা ভার।
দইঃ ল্যাকটিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ দই ত্বককে এক্সফোলিয়েট করে। মুখে টক দই মেখে কয়েক মিনিট রাখুন। তারপর মুখ ধুয়ে ফেলুন।

ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে ব্যবহার করুন ধনে পাতা

খাবারের স্বাদ বাড়াতে ধনে পাতার জুড়ি মেলা ভার। মাছ, মাংস থেকে সবজির তরকারির মতো রোজকার খাবার থেকে শুরু করে বালুমুড়ি, ফুচকার মতো মুখরোচক খাবার, সর্বত্রই ধনে পাতার অবাধ যাতায়াত। তাই সারা বছরই এই পাতার আকাশছোঁয়া চাহিদা! কিন্তু ধনে পাতার কাজ কি শুধুই খাবারের স্বাদ বাড়ানো? মোটেই না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্বাদের পাশাপাশি ত্বকেরও খেয়াল রাখে ধনেপাতা। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট , ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থে ভরপুর ধনে পাতা ত্বকের বিভিন্ন সমস্যায় কাজে আসে। ত্বকের

জেলাও বাড়ায়। জেনে নিন কী ভাবে ব্যবহার করবেন।
ধনে পাতার ফেস মাস্ক তৈরি করে ত্বকের পরিচর্যায় ব্যবহার করতে পারেন। নিয়মিত এই ফেস মাস্ক লাগালে দাগছোপ হালকা হবে, ত্বকের জেলাও ফিরবে। এক মুঠো তাজা ধনে পাতা পেস্ট করে নিন। এক টেবিল চামচ টক দইয়ের সঙ্গে ধনে পাতার পেস্ট মিশিয়ে মুখে লাগান। ১৫ মিনিট পর হালকা গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। ধনে পাতার টোনার ত্বকের পিএইচ লেভেলের ভারসাম্য বজায় রাখে, ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল করে। এক মুঠো ধনে পাতা জলে মিলে পাঁচেক ফুটিয়ে নিন। জলটা ঠান্ডা

করে ছেঁকে একটি স্প্রে বোতলে ভরে ফেলুন। ফেসওয়াশ বা ক্রিমজার দিয়ে মুখ পরিষ্কার করার পর এই টোনার ব্যবহার করুন। ধনে পাতার তেল ধনে-মিশ্রিত তেল ত্বক ও চুলের পরিচর্যায় খুব উপকারী। ত্বকে পুষ্টি জোগায়, রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে এবং ত্বকের জেলা ফেরায় ধনে পাতার এই তেল। এক কাপ নারকেল বা আমন্ত অয়েলের সঙ্গে এক মুঠো ধনে পাতা ১০ মিনিট ফুটিয়ে নিন। তেলটা ঠান্ডা করে ছেঁকে নিয়ে বোতলে ভরে রাখুন। ত্বকে ম্যাসাজ করুন ধনে পাতার এই তেল। ফল মিলবে হাতেনাতে!

জাগীরোডে একটি নতুন আরওবি-এর বো স্টিং গার্ডার স্থাপন

মালিগাঁও, ৩১ জুলাই : উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে লামডিং ডিভিশনের জাগীরোড রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ১১ মিটার প্রস্থের একটি নতুন ৬ (তিন) লেন রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি)- এর বো স্টিং



গার্ডার স্থাপন করা হয়েছে। ৭৪ মিটার বো স্টিং আর্ক স্টিল গার্ডার দ্বারা গঠিত মূল স্প্যান সহ এই আরওবি-এর সামগ্রিক দৈর্ঘ্য ৬৪৪ মিটারেরও অধিক। জাগীরোড স্টেশন ইয়ার্ড ও এনএইচ ৭১৫এ- এর উপর লেভেল ক্রসিং গেট নং- এসটি-২৭ এর পরিবর্তে এই আরওবি নির্মাণ করা হয়েছে। এই নবনির্মিত আরওবি আনুমানিক ৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০২৩-এর অক্টোবর মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে। সর্বোচ্চ ১২.৮৫ মিটার উচ্চতা সহ বো স্টিং গার্ডারটির ওজন ৭৩০ এমটি। রাস্তায় যানজটের পাশাপাশি ট্রেন চলাচলের শাণ্টিং অপারেশনের জন্য লেভেল ক্রসিং গেট নং- এসটি-২৭-এর পরিবর্তে একটি আরওবি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। লেভেল ক্রসিং গেটের পরিবর্তে আরওবি নির্মাণ হলে ডিগারু-হোজাই ডবল লাইন সেকশনে নিরাপদ ট্রেন চলাচলের গতি বৃদ্ধি করবে। একবার এই আরওবি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে জাগীরোড স্টেশন ইয়ার্ডের স্টেশন সীমার মধ্যে অবস্থিত ক্রসিং গেটটি বিলুপ্ত হবে, যার ফলে রেল ও রাস্তা ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও আরওবি-টি পরিচালনামূলক দক্ষতা বৃদ্ধি করবে, যার ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ট্রেন চলাচলের পাশাপাশি রোড ট্রাফিক সুগম হয়ে উঠবে। আরওবি-র বো স্টিং গার্ডার স্থাপন করাটা ছিল সবচেয়ে প্রত্যাহানমূলক। একবার এই নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হলে এটি বাস্তব সময়ে সুগমভাবে ভিড নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি যাত্রীদের রেলওয়ে ট্র্যাক অতিক্রম করাটা প্রতিরোধ করবে। এই আরওবি একবার চালু হয়ে গেলে জাগীরোডের পাশাপাশি মরিগাঁও জেলার জনগণ উপকৃত হবেন।

বি.আর. সিং হাসপাতাল ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য চিকিৎসা কৃতিত্ব

কলকাতা, ৩১ জুলাই : পূর্ব রেলের বি.আর. সিং হাসপাতাল টারিশিয়ারি কোয়ার হাসপাতাল হওয়ায় রোগীদের গুরুত্বের যত্ন সহ সব ধরনের চিকিৎসা দেওয়া হয়। অত্যাধুনিক চিকিৎসা যন্ত্র এবং সনাক্তকরণ ব্যবস্থার সাথে এই হাসপাতালটি পূর্বাঞ্চলে চিকিৎসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই দিকে, বি.আর. সিং হাসপাতাল ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য চিকিৎসা কৃতিত্ব সম্পাদন করেছে। একজন ৭৭ বছর বয়সী পুরুষ রোগীকে পেটে তীব্র ব্যথা নিয়ে পুরুষ সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছিল। পুষ্কানুপুষ্ক মূল্যায়নের পর, মেডিকেল টিম শনাক্ত করে যে তিনি ক্যান্সারাস কোলেসিস্টাইটিসে ভুগছিলেন, যার সাথে সাধারণ পিত্তনালীতে একাধিক ক্যালকুলা রয়েছে। সফটজনক অবস্থার সাথে সাথে সাদা দিয়ে, বি.আর. সিং হাসপাতালের চিকিৎসা পেশাদারদের একটি দল সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা করে এবং ডাঃ সুবীর কুমার কাজিলাল অতিরিক্ত মুখ্য স্বাস্থ্য পরিচালক, উরোসার্জনের নেতৃত্বে ডাঃ দীপাঞ্জন প্রধান, সিনিয়র ডিভিশনালের দক্ষতার নেতৃত্বে একটি যুগান্তকারী প্রক্রিয়া সম্পাদন করে। সার্জারিতে মেডিকেল অফিসার, এবং আনোফ্রেশিয়া বিভাগের দক্ষ দল দ্বারা সমর্থিত, ল্যাপারোস্কোপিক সাধারণ পিত্ত নালী অনুসন্ধান নির্বাহ্যে করা হয়েছিল। এটি বি.আর. সিং হাসপাতালে সম্পূর্ণ ল্যাপারোস্কোপিক সাধারণ পিত্ত নালী অনুসন্ধানের প্রথম দৃষ্টান্ত। অপারেশন থিয়েটারে এবং ওয়ার্ডে নিবেদিত নার্সিং টিম দ্বারা অপারোটভ পর্যায় থেকে পোস্টোপারেটভ কোয়ার পর্যন্ত টিম দ্বারা প্রদর্শিত প্রচেষ্টা এবং সমন্বয় এবং সেইসাথে কর্মীদের সহযাত্রা রোগীর মসৃণ পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সহায়ক ছিল। আজ, রোগীকে একটি অস্বাভাবিক পোস্টোপারেটিভ পুনরুদ্ধারের সাথে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, এবং তার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধারের দিকে ইতিবাচক গতিতে রয়েছে।

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

হারান্ছে ত্বকের জেল্লা? প্রতিদিন এই ৬ নিয়ম মানলেই ত্বক হবে ঝলমলে ও মসৃণ!



সারা সপ্তাহ ঘরে-বাইরের কাজ সামলে নিজের দিকে তাকানোর সময় থাকে না। যন্ত্র নেওয়া হয় না ত্বকেরও। কিন্তু সারা দিনের পরিভ্রম, ধুলা, বালি, দূষণ, স্ট্রেস এই সবের সারাসরি প্রভাব পড়ে আমাদের ত্বকে। ফলে সারা বছরই ত্বকের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তিরিশ পেরোনার আগেই ত্বকের জেল্লা হারিয়ে নিস্ত্রাণ হয়ে পড়ে। নানী-দামি প্রসাধনী ব্যবহার করলেই যে ত্বক ভালো থাকবে, তা কিন্তু নয়। ত্বক ভালো রাখতে হলে ভিতর থেকে তার খেয়াল রাখা প্রয়োজন। প্রতিদিন যদি সাধারণ কয়েকটি নিয়ম মেনে চলা যায়, সেক্ষেত্রে ত্বকের পরিচর্যায় আলাদা করে সময় বার করার দরকার পড়ে না। দেখে নিন ত্বকের জেল্লা ধরে রাখতে ঠিক কী কী করবেন-প্রচুর জল পান করুন

জল কেবল স্বাস্থ্যের জন্যই নয়, ত্বকের পরিচর্যায়ও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। শরীরে জলের ঘাটতি হলেই ত্বক শুষ্ক দেখাবে। তাই ত্বক ভালো রাখতে সারা দিনে প্রচুর জল পান করুন। ত্বক হাইড্রেট থাকলেই জেল্লা বাড়বে, শুষ্কভাব দূর হবে। তাছাড়া জল পানে শরীর থেকে টক্সিন পদার্থও বেরিয়ে যায়। স্বাস্থ্যকর ডায়েট ত্বক ভালো রাখতে খাবারের ভূমিকা এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। টাটকা ফল, শাকসবজি এবং গোটা শস্য বেশি করে খান। বেরি, পালং শাক, বাদামের মতো অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার ত্বক সুস্থ রাখে এবং উজ্জ্বলতা বাড়ায়। রোজের খাদ্যতালিকায় ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবারও রাখুন। ত্বক পরিচর্যার রুটিন স্ক্রিনজিং, টোনিং এবং ময়েশ্চারাইজিং - ত্বক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল

সজনে পাতার গুণেই কমবে চুল পড়া!

চুলের জেল্লা ফেরাতে চান, তাহলে বাড়িতে ব্যবহার করুন সজনে পাতার বাটা। এর কোনও জুড়ি নেই। চুল পড়া কমাতে যুগ যুগ ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে সজনে পাতা। এই পাতায় রয়েছে প্রচুর ভিটামিন এবং খনিজ উপাদান। যা চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং চুলের ফলিকলকে শক্তিশালী করে। ভিটামিন এ সমৃদ্ধ সজনে পাতা চুল ও স্ক্যাল্প সুস্থ রাখে। চুল পড়া কামায়। সজনে পাতায় রয়েছে



পড়া কমাতে দারুণ কার্যকর এই তেল। সজনে পাতার জল টাটকা সজনে পাতা জলে দিয়ে ফোটান কিছুক্ষণ। জলটা ঠান্ডা হতে দিন। শ্যাম্পু করার পরে, এই জলটা মাথায় ঢালুন। কয়েক মিনিট ম্যাসাজ করুন। তারপর ১৫ মিনিট রেখে দিন। জল দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

হোয়ার মাস্ক টাটকা সজনে পাতা পিষে তেলের সঙ্গে মেশান। চুল এবং স্ক্যাল্পে ভালো ভাবে লাগান এই হোয়ার মাস্ক। আধ ঘণ্টা রাখার পর শ্যাম্পু করুন। সজনে পাতার তেল নারকেল তেলের সঙ্গে সজনে পাতার গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এই তেলটি হালকা গরম করে চুলে লাগান। কয়েক মিনিট ম্যাসাজ করুন। সারা রাত চুলে এই তেল লাগিয়ে রাখুন। পরদিন শ্যাম্পু করে নিন। চুল

Name Change
I, ROUSONANARA KHATUN(old name)/W/O GAUTAM BANERJEE D/O AYUB ALI MONDAL Presently residing at Vill-Arsulla, PO- Arbelia, Dist-North 24 Parganas, Pin-743437 West Bengal, India,Permanent Address 60/1, Parsik Hill Sec-26 CBD Belapur Navi Mumbai Thane Maharashtra 400614 India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RIMI BANERJEE, vide an affidavit sworn before The Ld. 1st Class Metropolitan Magistrate at Calcutta on 24/07/2023. ROUSONARA KHATUN and RIMI BANERJEE both are same and one identical person.

Name Change
I, DILIP KUMAR GHOSH (old name) S/O LAKSHMAN CHANDRA GHOSH Presently residing at Rabindra Nagar, Debendrapally, Chakdah, Nadia-741222 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) DILIP KUMAR GHOSH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 31/07/2023. DILIP KUMAR GHOSH and DILIP KUMAR GHOSH both are same and one identical person.

Name Change
I NURNESHA BEGUM, W/O NURUL ABSAR SK, R/O VILL & P.O. PURSA, P.S. GALLSI, PURBA BARDHAMAN-713406, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NURAUUNESSA BEGAM SEKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/07/2023. NURNESHA BEGUM AND NURAUUNESSA BEGAM SEKH SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, AJITKUMAR RADHAGOBINDA NANDI (old name) S/O RADHAGOBINDA NANDI Presently residing at Quarter No 12/B, Street No-70, Chittaranjan Loco. Railway Colony, Chittaranjan, Paschim Bardhaman-713331 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) AJIT KUMAR NANDI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 31/07/2023. AJITKUMAR RADHAGOBINDA NANDI and AJIT KUMAR NANDI both are same and one identical person.

Name Change
I, SUROJ NANDAL (old name) S/O BHIM CHANDRA MONDAL Presently residing at Geontola, PO: Kheyadaha, PS-Narendrapur, South 24 Pgs-700150 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)SURAJ MONDAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 31/07/2023. SUROJ NANDAL and SURAJ MONDAL both are same and one identical person.

Name Change
I, FOZLU MISTRI (old name) S/O CHHURAI Ali Mistri Presently residing at Vill-Punyagang, PO- Debipur, PS- Memari, Purba Bardhaman, Pin-713146 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) FAJLUR RAHAMAN MISTRI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 31/07/2023. FOZLU MISTRI and FAJLUR RAHAMAN MISTRI both are same and one identical person.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের নতুন সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ৩১ জুলাই : শ্রী অভয় কুমার গুপ্ত ৩১.০৭.২০২৩ তারিখে সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, দক্ষিণ- পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেন রিচ,



কলকাতার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তার নতুন পোস্টিং এবং দায়িত্ব গ্রহণের আগে, তিনি বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার, দক্ষিণ মধ্য রেলওয়ে, সেকেন্দ্রাবাদ ছিলেন। শ্রী অভয় কুমার গুপ্ত, ১৯৮৯ ব্যাচের আইআরএসই (ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস অফ ইঞ্জিনিয়ার্স) ১৯৯৩ সালে পূর্ববর্তী দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়েতে সহকারী ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার, উমারিয়া, বিলাসপুর ডিভিশনের পদে ভারতীয় রেলে যোগদান করেন। শ্রী অভয় কুমার গুপ্ত এইচবিটিআই, কানপুর থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক

হয়েছেন। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি ভারতীয় রেলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রেমবিবাহেও লাগবে বাবা-মায়ের সম্মতি, উদ্যোগ গুজরাট সরকারের

গুজরাট, ৩১ জুলাই : প্রেমবিবাহেও লাগবে বাবা-মায়ের সম্মতি। এমনই এক আইন আনতে উদ্যোগী হয়েছে গুজরাট সরকার। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল। এ বিষয়ে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী জানান, পতিতার সম্প্রদায়ের একটি অংশ প্রেমবিবাহে যেন বাবা-মায়ের সম্মতি কার্যকর করা হয় সেই বিষয়ে দাবি জানাচ্ছেন। উল্লেখ্য, গুজরাটে ভোটের ক্ষেত্রে পতিদার সম্প্রদায়ের বড় ভূমিকা রয়েছে। তাদের এই দাবি মেনে যদি কোনও পদক্ষেপ করা হয় তাহলে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে শাসকদল সুবিধা পাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। তাই বিশ্লেষকদের মতে, মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল পতিদারদের খুশি করার জন্য এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। জানা গিয়েছে, গত রবিবার গুজরাটের মেহসানা জেলায় এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র

Name Change
I, Sushanta KAYAL (old name) S/O Ramendra Kumar Paul Presently residing at 70/1 Matkal Vivekananda Road PO-Rabindar Nagar, North 24 Parganas, Kolkata700065 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sushanto Kumar Paul, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 31/07/2023. Sushanta Paul and Sushanto Kumar Paul both are same and one identical person.

Name Change
I, SEEMA KAYAL (old name) W/O DINOBANDHU KAYAL Presently residing at 94, P.G.M. SHAH ROAD, PO-GOLK GREEN, PS- JADAVPUR, KOLKATA-700095 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SEEMA KAYAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 31/07/2023. SEEMA KAYAL and SEEMA SIAL KAYAL both are same and one identical person.

Name Change
I, SAMIR KUMAR JAIN (old name) S/O CHIRANJEE LALL BAGRA Presently residing at 53B, Ballygunge Place, PO-Ballygunge, Kolkata-700019 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SAMIR BAGRA, vide an affidavit sworn before The Ld. 1 st Class Judicial Magistrate at Kolkata on 31/07/2023. SAMIR KUMAR JAIN and SAMIR BAGRA both are same and one identical person.

Name Change
I, RACHNA JAIN (old name) W/O SAMIR BAGRA Presently residing at 53B, Ballygunge Place, PO-Ballygunge, Kolkata- 700019 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RACHNA BAGRA, vide an affidavit sworn before The Ld. 1 st Class Judicial Magistrate at Kolkata on 31/07/2023. RACHNA JAIN and RACHNA BAGRA both are same and one identical person.

Name Change
I, PROVAT KUMAR KAR (old name) S/O SANJIT KAR Presently residing at STADIUM PARA, WARD- 1,SANTIPUR, NADIA-741404 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) PROVAT KAR, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 31/07/2023. PROVAT KUMAR KAR and PROVAT KAR both are same and one identical person.

Name Change
I, MD MOUFUL MOLLA (old name) S/O MD AYTAL MOLLA Presently residing at Angulkata, Gaighata, North 24 Pgs-743249 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MOUFUL MOLLA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 31/07/2023. BINOY KUMAR DATT and MOUFUL MOLLA both are same and one identical person.

Name Change
I, GITANJALI DAS (old name) W/O RAJU DAS Presently residing atFL-401, JAHNAVI APARTMENT, 19/4D R.T LAHA STREET, RISHRA, HOOGHLY-712248 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) GITANJALI DAS DUTTA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 31/07/2023. GITANJALI DAS and GITANJALI DAS DUTTA both are same and one identical person.

Name Change
I, RAHAMAT SK (old name) S/O LATE TASER SEIKH Presently residing at Vill-Punyagang, PO- Debipur, PS- Memari, Purba Bardhaman, Pin-713146 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SEKH RAHAMAT ALI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 31/07/2023. RAHAMAT SK and SEKH RAHAMAT ALI both are same and one identical person.

Name Change
I, Sushanta Paul (old name) S/O Ramendra Kumar Paul Presently residing at 70/1 Matkal Vivekananda Road PO- Rabindar Nagar, North 24 Parganas, Kolkata700065 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sushanto Kumar Paul, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 31/07/2023. Sushanta Paul and Sushanto Kumar Paul both are same and one identical person.

Name Change
I, SHILA GHOSH (old name) W/O DILIP KUMAR GHOSH Presently residing at Rabindra Nagar, Debendrapally, Chakdah, Nadia-741222 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) CHINU RANI GHOSH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 31/07/2023. CHINU RANI GHOSH and SHILA GHOSH both are same and one identical person.

Name Change
I, NOOR (old name) S/O MD CHAND Presently residing at Q-261/A, Misar Mistri Lane, PS- Matiaburj, Kolkata-700024 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MOHAMMAD NOOR, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 31/07/2023. MOHAMMAD NOOR and NOOR both are same and one identical person.

Name Change
I, SUBHAJEET DUTTA S/O LATE BINOY KUMAR DATTAPresently residing at Netaji Pally, Palta, PO-Bengal Enclave, Barrackpore-743122 West Bengal, India, do hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name BINOY KUMAR DATTA instead ofBINOY KUMAR DUTTA, BINOY DUTTA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 31/07/2023. BINOY KUMAR DATT and BINOY KUMAR DUTTA, BINOY DUTTA all are same and one identical person.

Name Change
I, SWAPAN MALAKAR (old name) S/O LATE GOPALCHANDRA MALAKAR Presently residing at Garia Nabagram, Rajpur Sonarpur, PO-Panchpota, PS-Sonarpur, Dist-south 24 Pgs-700152 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SWAPAN KUMAR MALAKAR, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 31/07/2023. SWAPAN MALAKAR and SWAPAN KUMAR MALAKAR both are same and one identical person.

Name Change
I, GAURAV BAID (old name) S/O DEVENDRA KUMAR BAID Presently residing at 113/1B, CHITTARANJAN AVENUE, P.S-JORASANKO, KOLKATA-700073 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) GAURAV KUMAR BAID, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 31/07/2023. GAURAV BAID and GAURAV KUMAR BAID both are same and one identical person.

ওড়িশায় সেপটিক ট্যাঞ্কে মৃত শ্রমিকের দেহ ফিরলো

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৩১ জুলাই : ওড়িশায় সেপটিক ট্যাঞ্কে মৃত দুই শ্রমিকের দেহ ফিরলো ভোর সাড়ে পাঁচটায়। দাফন হলো সকাল নটায় গ্রামের কবরস্থানে। কফিন বন্দী মৃতদেহ অ্যান্ডুলেসে করে পৌঁছায় কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে পাঁচটায়। অধীর আগ্রহে পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশী। সকলের মনে একটাই প্রশ্ন অসহায় পরিবারের পাশে কে দাঁড়াবে। বাংলা সংস্কৃতি দ্রুধ অ্যান্ডুলেপ ভাড়া সহ বিভিন্ন ভাবে আর্থিক সাহায্যের চেষ্টায় আছে, বলে জানান বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চের সদস্য মহম্মদ রিপন। উল্লেখ্য, সেপটিক ট্যাঞ্কে নেমে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হয় বীরভূমের দুই শ্রমিকের। মৃতদের নাম সাফিকুল শেখ ও গোলশাহানুর শেখ। তাদের বাড়ি বীরভূমের পাইকের থানার নয়গ্রামে। ঘটনাটি ওড়িশার খুরদা জেলায়। গতকাল ওড়িশার খুরদা জেলার খাউলি থানার রঘুনাথগঞ্জ এলাকায় একটি নিম্নীয়মান বাড়িতে সেফটিক ট্যাঙ্ক এ কাজ করার জন্য নামেন এই দুই শ্রমিক। সেপটিক ট্যাঞ্কে নেমে সেখানেই তারা মারা যান। ষটলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দুই শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করে। ওড়িশা পুলিশ মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠায়। রাতেই ওড়িশা পুলিশের পক্ষ থেকে মৃতদের বাড়িতে দুই শ্রমিকের মৃত্যুর খবর জানায়। সোমবার ভোরে দুইজনের দেহ পৌঁছায় নয়গ্রামে।

বিনামূল্যের বিদ্যুৎ বন্ধের আশঙ্কায় গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ ফারাক্কায়

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩১ জুলাই : বন্ধ করে দেওয়া হবে বিনামূল্যের বিদ্যুৎ পরিষেবা, এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলেন এনটিপিসি প্রজেক্ট পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষ। এনটিপিসি দীর্ঘ চল্লিশ বছর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা দিয়ে আসছে। সেই পরিষেবা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়ায় গ্রামবাসীরা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান ফটকের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন সোমবার সকাল থেকে। তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করে ফরাক্কার এনটিপিসি এক নম্বর ফটকের সামনে রাস্তা অবরোধ করে গ্রামবাসীদের বক্ষায় দক্ষায় বিক্ষোভ শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ফরাক্কা থানার পুলিশ এবং এনটিপিসি-র কর্তব্যরত সিআইএসএফ জওয়ানরা। গ্রামবাসীদের দাবি, ফরাক্কার দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর ধরে পার্শ্ববর্তী গ্রামে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা দিয়ে আসছে। এই বিষয়ে এনটিপিসি-র তরফ থেকে এক আধিকারিক বলেন, “আলোচনা চলছে। উচ্চ পর্যায়ে এই বিষয়ে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।”

ফোর লেনের রাস্তার কাজ বন্ধ, পাততাড়ি গুটিয়েছে সংস্থা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩১ জুলাই : ফোর লেনের রাস্তার কাজ বন্ধ। পাততাড়ি গুটিয়েছে সংস্থা। আলিপুরদুয়ারের সলসলাবাড়ি থেকে



ফালাকাটা পর্যন্ত ৪১ কিমি রাস্তার এখন বেহাল অবস্থা। আজ আলিপুরদুয়ার টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আলিপুরদুয়ারে অবস্থিত ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি ইন্ডিয়ার অফিস যেরাও করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হলো। আলিপুরদুয়ারের শাসক দলের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীর অভিযোগ ২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার মহাধুমধাম করে আলিপুরদুয়ার – এর সলসলাবাড়ি থেকে শিলিগুড়ির যোঁতাপুকুর পর্যন্ত ১৪০ কিমি রাস্তার কাজ শুরু করে। তবে এখনও পর্যন্ত ৩০ কিমি রাস্তা করতে পারেনি। বেহাল রাস্তা। তাই আমরা এই নিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছি। তিনি বিজেপির সাংসদ বিধায়কদেরও সমালোচনা করেন। অবিলম্বে রাস্তার কাজ শুরু না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক কে একটি স্মারকলিপি দিয়ে এ কথা জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

চায়ের ভরা মরসুমে বন্ধ হয়ে গেলো তাসাটি চা বাগান

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩১ জুলাই : শ্রমিক-মালিক অসন্তোষের জেরে চায়ের ভরা মরসুমে বন্ধ হয়ে গেলো আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা র্লকের তাসাটি চা বাগান। ‘সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক’ – এর নোটিশ বুলিয়ে রবিবার রাতের অন্ধকারে বাগান ছেড়ে চলে যান পরিচালন কর্তৃপক্ষ। শ্রমিকদের অভিযোগ রবিবার ছুটির দিন থাকায় তাঁরা বিষয়টি আগাম অনুমান করতে পারেননি। সোমবার সকালে কাজে যোগ দিতে এসে শ্রমিকরা লক্ষ্য করেন যে, বাগানের ফ্যান্সিটিতে বুলছে তালা এবং ঝোলানো ছবিছে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ। ফলে কর্মহীন হয়ে পড়লেন প্রায় ১২০০ শ্রমিক, সঙ্গে অনিশ্চিত হয়ে পড়লো বাগানের শতাধিক কর্মচারীর ভবিষ্যত। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শ্রমিক বিক্ষোভ শুরু হয়েছে চা বাগান জুড়ে।

উত্তর- পূর্ব রেলো সার্টিফিকেট প্রদান করে কর্মীদের সম্মানিত করেন চিফ পার্সোনেল অফিসার

গোরক্ষপুর, ৩১ জুলাই : চিফ পার্সোনেল অফিসার প্রশাসন, উত্তর- পূর্ব রেল, মিঃ অবশ্য কুমার, গোল্ড প্লেটেড মেডেল, কমপ্লিশনিস্ট একটি ফর্ম এবং পরিষেবা সার্টিফিকেট প্রদান করে কর্মীদের সম্মানিত করেন। অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে চিফ পার্সোনেল অফিসার



প্রশাসন বলেন, আপনারা সবাই আপনারদের জীবনের দীর্ঘ সময় রেল ও েয ংকে দিয়েছেন। আমরা আপনার অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হতে থাকবো। আপনার যখনই সমস্যা হবে আপনি আসতে পারেন। আপনার সমস্যা শীঘ্রই সমাধান করা হবে। অ্যাকাউন্টস বিভাগে আয়োজিত অন্য একটি অনুষ্ঠানে, প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা সঞ্জীব জৈন, অ্যাকাউন্টস বিভাগের ই-ডি.পি. একজন গেজেটেড প্রাইভেট সেক্রেটারি ৩১ জুলাই, ২০২৩ এ কেন্দ্রে অয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে অবসর নিচ্ছেন। স্টি উমেশ চাঁদ যাদব এবং ০৬ জন নন- গেজেটেড হিসাবরক্ষককে গোল্ড প্লেটেড মেডেল, ক্রোজিং অ্যামাউন্টের ফর্ম এবং সার্ভিস সার্টিফিকেট দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। এ সময় অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ের অস্ট্রী-স্বজন, অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড পার্সোনেল বিভাগের কর্মকর্তা এবং ইউনিয়নের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে বাতিল হওয়া ১৪২১৩ / ১৪২১৪ বারাগণী-বাহরাইচ-বারাগণী এক্সপ্রেসের বাতিলকরণ নিম্নরূপ বাড়ানো হচ্ছে বারাগণী ইয়ার্ডে রেলওয়ে প্রশাসন দ্বারা যাত্রী সুবিধার আপগ্রেডিং এবং অপারেশনাল স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ইয়ার্ড রিমডেলিং কাজের জন্য। ১৪২১৩ বারাগণী -বাহরাইচ এক্সপ্রেস ২৮ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত বাতিল, ২৮ আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। একইভাবে, ১৪২১৪-বাহরাইচ-বারাগণী এক্সপ্রেস, যা ২৯ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছিল, ২৯ আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত বাতিল থাকবে।

বিজেপি নেতাদের সরকারি প্রকল্প বন্ধের হুঁশিয়ারি বাঁকুড়ায়



দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩১ জুলাই : সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা নিয়ে এই গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে যারা বিজেপির পতাকা নিয়ে মানুষের কাছে ভোট চাইতে গিয়েছেন, তাঁদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে কিভাবে কি হয় তার খেলা শুরু হবে। মনে রাখবেন যেমন কুকুর তেমন মুগুর। তৃণমূল নেতারা চাইলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করতে পাঁচ মিনিটও সময় লাগবে না।’ বাঁকুড়ার কোতুলপুরে প্রকাশ্য সভামঞ্চ থেকে তৃণমূল নেতার এমন হুঁশিয়ারিতে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। সরকার ও তৃণমূল দল এক করে ফেলেছে তৃণমূল নেতারা এই দাবি করে বিরোধীদের পালাটা হুঁশিয়ারি এভাবে কেনও বিজেপি কর্মীর সরকারি প্রকল্প বন্ধ হলে আদালতের মাধ্যমে সেই অধিকার আদায় করে নেনেন তাঁরা। মণিপুরের ঘটনা নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রের বিজেপি-র নিরপত্তা ও বর্ধতার প্রতিবাদে বাঁকুড়ার কোতুলপুরে প্রতিবাদ মিছিল ও সভা করে তৃণমূল। সেই সভাতেই বক্তব্য রাখতে

বৌদির সাথে অবৈধ সম্পর্কের জেরে দাদাকে খুনের অভিযোগে যাবজ্জীবন ভাইয়ের

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ৩১ জুলাই : বৌদির সাথে অবৈধ সম্পর্কের জেরে দাদাকে খুনের অভিযোগে ভাইকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দিল মুর্শিদাবাদের কান্দি আদালতের বিচারক অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। যাবজ্জীবন কারাদন্ডের পাশায়াপশি অভিযুক্ত নারাজুল সৈখকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করেন কান্দি মহকুমা আদালত। প্রসঙ্গত বিবাহ করার পর দীর্ঘদিন ধরে কর্মসূত্রে বিদেশে থাকত ইন্তাজুল সৈখ এবং তার স্ত্রী তনুজার কাছে টাকা এবং সোনা দানা সব কিছুই রাখত। কিন্তু ইন্তাজুলের পরিবারকে সঠিক হিসাব দিত না স্ত্রী তনুজা বিবি। বিদেশে থাকার সুযোগ নিয়ে ইন্তাজুলের সং ভাই নারাজুলের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত থাকত স্ত্রী তনুজা বিবি। যদিও পরিবার নিষেধ করায় শুল্লুর-শ্রাশুড়িডিকে শুধু দেখারোপ নয় সভাই ভাই নারাজুল এবং স্ত্রী তনুজা বিবি ইন্তাজুলের বাবা- মনি মানুযিক এবং শারীরীকভাবে অত্যাচার করত বলে জানান ইন্তাজুলের বয়স্ক মা মিনা বিবি। এরপর ২০২১ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিকে তনুজার স্বামী ইন্তাজুল সৈখ দীর্ঘদিন পর বিদেশ



থেকে বাড়ি ফিরে ত্রিশ লক্ষ টাকা এবং দশ ভরি সোনার হিসাবে গড়মিল পাওয়া যায়। এই বিষয়ে ইন্তাজুল তার বাবা মাকে জানায়, তাকে তার সং ভাই নারাজুল সৈখের প্রসঙ্গ উঠে আসে তার পর গোপন ভাবে স্ত্রী তনুজার মোবাইলে রেকর্ডিং করার পর স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের তথ্য উঠে আসে। এই ব্যাপারে ইন্তাজুল গত দুদিন ধরে হুঁশিয়ারি দেয় স্ত্রী তনুজা বিবি এবং সং ভাই নারাজুলকে। চলছিল ব্যসা। ২০২১ সালের ১৩ জুলাই মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার জীবন্তির গড়াপুর গ্রামে ইনতাজুল সৈখকে দুর্ভাগ্য রাত্রে ধারালো অস্ত্রের কবলে মেরে খুন করে তার সং ভাই নারাজুল সৈখ। মৃত ইন্তাজুলের ছয় বছরের এক মেয়ে রয়েছে।

দীর্ঘ ১০ বছর ধরে বিদ্যুৎহীন, আকাশ ছুঁছে কেরোসিন রাস্তার আলোয় চলছে পড়াশুনা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ জুলাই : দীর্ঘ ১০ বছর ধরে বিদ্যুৎহীন, দিন দিন কেরোসিনের মূল্য আকাশ ছুঁছে, তাই বলে কি পড়াশোনা হবে না? টিক য়েমনটি ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর পড়েছেন ল্যাম্পপোস্ট এর আলোই, তেমনি জলপাইগুড়িতে দৃশ্ছ পরিবারের দুই খুদেকে দেখা যাচ্ছে পেট্রোল পাম্পের লাইটের আলোয় পড়াশোনা করছেন। বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই, কেরোসিন কিনতেও হিমসিম যেতে হয়। এই পরিস্থিতিতে অন্ধকারে ডুবে থাকে পরিবার। তবে ছেলে ও মেয়ে পড়াশুনা করতে কি করে? সেই চিন্তায় ডুবে থাকতো চরম দুঃখ কর্তে থাকা বাবা- মা। তবে ছেলে মেয়ের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে একপ্রকার বাধ্য হয়ে রাস্তার পাশে পেট্রোল পাম্পের লাইটের আলোতেই খোলা আকাশের নিচে এককোনে বসে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছেন দুই খুদে। জলপাইগুড়ি সদর রেলের পাহারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীণ পাহাড়পুর মোড় সলগ্ন বালাপাড়া জাতীয় সড়কের পাশে পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকার দৃশ্য। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পর এভাবে পড়াশোনা করে বেশ কয়েক বছর ধরে। পরিবারের বড় ছেলে বর্তমানে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। প্রথম শ্রেণী থেকেই এভাবে পড়াশোনা করে চলেছে। তার বোনও প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে কয়েক মাস হলে। তারও দাদার সঙ্গে পেট্রোল পাম্পেই হাতে খড়ি হচ্ছে। জানা গেছে, স্বামী- স্ত্রী ও তিন ছেলে – মেয়েকে নিয়ে খুব দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে চলছে সংসার। আগে বিদ্যুৎ ছিল বাড়িতে। দৃশ্ছ পরিবারের কতী আপন তত্ত্বের দাবি তার পিতা অতিরিক্ত বিদ্যুতের বিল মেটাতে না পারায় আত্মহত্যা করেছিলেন। বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে অতিরিক্ত ভুয়ো বিল পাঠানো হয় বলে অভিযোগ আপন তত্ত্বের। আপন তত্ত্বের বাবা নীরেন তত্ত্বকে অতিরিক্ত বিল পাঠানোয় বিল মেটাতে পারেনি। বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে বিগত প্রায় ১০ বছর আগে বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পাশাপাশি বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে পুলিশ অভিযোগ জানানো হলে আপন তত্ত্বের পিতা নীরেন তত্ত্ব আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় বলে অভিযোগ। তারপর থেকেই দীর্ঘ প্রায়



১০ বছর কুপির আলোতেই শুধুমাত্র রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়া। সামান্য দিনমজুর আপন তত্ত্বের এক ছেলে ও দুই মেয়েকে পড়াশোনা। কানারো জন্ম বাড়িতে আলো না থাকার এভাবে রাস্তার ধারে পেট্রোল পাম্পের আলোয় আপন তত্ত্বের স্ত্রী শূষা তত্ত্ব ছেলে- মেয়েদের পড়াশোনা পড়াশোনার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর এই দৃশ্য হঠাৎই নজরে আসে সদ্য পঞ্চায়েত ভাটে পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাপাড়ার তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়ী প্রার্থী বাবুল বসাকের। তিনিও এই ধরনের ঘটনায় হতবাক। সাথে সাথে এই পরিবারটির সাথে কথা বলে পুনরায় বিদ্যুৎ কানেকশন সহ সমস্ত রকমের সাহায্য সহ পরিবারটির পাশে থাকা আশ্বাস দেন। তবে প্রশ্ন একটাই, এই সময় দাঁড়িয়ে এখনও রাস্তার আলোয় পড়াশোনা করতে হয়। সদ্য পঞ্চায়েত ভাটে সমাপ্তি হলো। এক বছর ধরে কারো চোখে পড়তো না এ দৃশ্য। প্রশাসন, পঞ্চায়েত বা প্রধান কোমন্ডারে কি এই পরিবারটির খোঁজবাবর নিয়ে পাশে দাঁড়াতে পারত না? যদি ওই বিষয়ে জলপাইগুড়ি সদর র্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বেনুরঞ্জন সরকার জানান, এই সময় দাঁড়িয়ে এই ধরনের ঘটনা কোন ভাবেই কামা নয়। যদিও এই পরিবারের তরফে আমাদের জানানো হয়নি, জানানো হলে আমরা বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতাম। আপনাদের কাছ থেকে জানানম খুব শীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কোচবিহার স্টেডিয়ামের সুইমিং পুলের উদ্বোধন হলো

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩১ জুলাই : উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তহবিলে তৈরি কোচবিহার স্টেডিয়ামের সুইমিং পুলের উদ্বোধন হলো আজ। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এদিন এই সুইমিং পুলের উদ্বোধন করেন। কোচবিহারের বৃকে সুইমিংপুলের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল কোচবিহারবাসীদের। আজ কোচবিহারের বৃকে সুইমিংপুলের উদ্বোধন হওয়ায় খুশি কোচবিহারের সাধারণ মানুষ। ইতিমধ্যে সুইমিংপুলে সাঁতার প্র্যাকটিসের জন্য মেম্বারশিপ ফর্ম দেওয়া শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। আজ কোচবিহার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথের হাতে লাইফটাইম মেম্বারশিপ এর কার্ড তুলে দেওয়া হয়। এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলা শাসক পবন কদিয়ান, পুলিশ সুপার সুমিত কুমার সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। ৩০০০- ৪০০০ টাকা এবং ৫০০০ টাকা বার্ষিক মেম্বারশিপ ফি ধার্য করা হয়েছে। প্রথম দিনেই মেম্বারশিপ ফর্ম নেওয়ার জন্য লম্বা লাইনে দেখা যায়।

ব্যায়াম করতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩১ জুলাই : সাত সকালে মর্মান্তিক ঘটনা বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে। ঘটনাটি বিষ্ণুপুর থানা এলাকার ১৫ নং ওয়ার্ডের বইলা পাড়ার। ব্যায়াম করতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হয় এক বৃদ্ধের। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম স্বপন কুমার দে। বয়স ৭৩ বছর। অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মী। এভাবে তাঁর মৃত্যুতে অবশ্য রহস্য দেখছেন কেউ কেউ। শ্ববর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। সুত্রের খবর, সোমবার সকালে প্রতিদিনের মতোই বাড়ির ছাদে ব্যায়াম করছিলেন স্বপনবাবু। বইলা পাড়া এলাকায় তার দোতলা বাড়ি। তিনতলার ছাদ থেকে আচমকই পড়ে যান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়। সত্যিই কি পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন নাকি কেউ তাকে ছেঁলে ফেলে দিয়েছে? এই প্রশ্ন উঠছে। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, স্বপনাববুর স্ত্রী আগেই মারা গিয়েছেন। বাড়িতে তিনি থাকেন মেয়েকে নিয়ে। মেয়ে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন। এই অবস্থায় স্বপনবাবুর এমন আচমকা মৃত্যুর নেপথ্যে রহস্য দানা বাঁধছে। প্রতিবেশীরা জানাচ্ছেন, সকালের দিকে পাশে স্বপনবাবুর বাড়ি থেকে একটা অগোয়াজ শুনতে পান। তারপর তাঁরা বেরিয়ে দেখেন, স্বপনবাবু সামনের রাস্তায় পড়ে আছেন, মাথা ও নাক-মুখ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। তাকে তড়িঘড়ি বিষ্ণুপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত ঘোষণা করা হয়। এদিকে বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে কান্নাকাটি করেন মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়ে। স্বপনবাবুর তেমন কোনও অস্ট্রীয় নেই। ফলে মেয়েটিকে কে দেখবে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

ট্রেনের বাথরুম থেকে উদ্ধার পাখি- মাছ ও কুকুর, তদন্তে বনদপ্তর

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : বাগডোগরায় ট্রেনের বাথরুম থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ পাখি, মাছ ও কুকুর, তদন্তে বাগডোগরা বনদপ্তর।



ট্রেনের জেনারেল কামরার বাথরুম থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ পাখি। সেই সাথে উদ্ধার হয় তিনটি কুকুর ও বেশকিছু মাছ। ঘটনাস্থলে বাগডোগরা রেঞ্জের বন কর্মীরা। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সমস্ত কিছু। বনদপ্তর সূত্রে জানা

গিয়েছে কলকাতা থেকে

কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ট্রেনের জেনারেল কামরার বাথরুমে বিপুল পরিমাণ পাখি এবং তিনটি কুকুর ও বেশকিছু মাছ শিলিগুড়িতে আনা হচ্ছিল। গোপন সূত্রে বনদপ্তরের কাছে সেই খবর আসার পর RPF কে সঙ্গে নিয়ে বাগডোগরা স্টেশনে ওই পাখিগুলিকে ট্রেন থেকে নামানো হয়। এরপরই সেখান থেকে উদ্ধার পাখি ও কুকুরগুলিকে নিয়ে আসা হয় বাগডোগরা বনদপ্তরের কার্যালয়ে। ঘটনায় যে ব্যক্তি এই জিনিসগুলি কলকাতা থেকে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসছিলেন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখছে বনদপ্তর।

ডেঙ্গু নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক সারলো শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : ডেঙ্গু নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক সারলো শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত চারটি ব্লকে ডেঙ্গুর প্রকোপ যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে তা নিয়ে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিক এবং

জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক সারলো মহকুমা পরিষদের আধিকারিক রা। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের প্রশাসনিক কার্যালয়ে ওই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সোমবার ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক এস পুনমবলম, দার্জিলিং জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক তুলসি প্রামানিক, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ দার্জিলিং জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা মহকুমা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী। আধিকারিক গ্রেম কুমার বার দেওয়া সহ অন্যান্যরা। মহকুমা এলাকার চারটি ব্লকের মধ্যে মাটিগাড়া ব্লকে ডেঙ্গুর প্রকোপ কিছুটা রয়েছে বলে জানান সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। মাটিগাড়া ব্লক সহ অন্যান্য ব্লকগুলির প্রতিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং হাসপাতালে ডেঙ্গুর চিকিৎসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে জানান তিনি। শুধু তাই নয় গোটা মহকুমা এলাকাতে ডেঙ্গুর প্রকোপ অনেক কম রয়েছে বলে জানিয়েছেন সভাধিপতি।



KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER	
ABRIDGED NIT	
The Executive Engineer (Civil), Borough-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works: (1) NIT No.: KMC/EE-III/30/7/23-24/BUSTEE (1st Call) Name of the Work : Improvement of bustee passage at 17A, S. G. Road, 59, 61/H/17, 61/H/29 M. B. Lane, 10, Sitalatala Lane and different places in Ward no. 30 to be disturbed by laying of sewer line; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 2,97,741.49; Earnest Money : Rs. 6,000.00; Period of Completion : 30 Days; (2) NIT No.: KMC/EE-III/33/12/23-24 (1st Call) Name of the Work : Restoration of paver block footpath from P118 CIT Scheme VI M to N.M. Road and from P238/B CIT Scheme IV M to Phoolbagan More and surrounded area to be disturbed by Vodafone in Ward no. 31 and 33; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 2,43,693.00; Earnest Money : Rs. 5,000.00; Period of Completion : 45 Days; (3) NIT No.: KMC/EE-III/031/7/23-24 (1st Call) Name of the Work : Repairing of sewer line at 8C/11 to 8C/15 Jogodyan Lane in Ward no. 31 disturbed by Water Supply Department; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 2,60,505.00; Earnest Money : Rs. 5,300.00; Period of Completion : 45 Days; Last Date and Time of submission of Bid : 14.08.2023 at 12 noon (for Sl. no. 1) & 10.08.2023 upto 12 noon (for Sl. no. 2 & 3); Date and Time of opening of Bid : 16.08.2023 at 12 noon (for Sl. no. 1) & 12.08.2023 after 12 noon (for Sl. no. 2 & 3); The bid forms and other details are available on and from 04.08.2023 at 5 p.m. (for Sl. no. 1) & 02.08.2023 at 5 p.m. (for Sl. no. 2 & 3). The website https://etender.wb.nic.in (for Sl. no. 1 to 3). The Executive Engineer (Civil)/BR-VII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works: (1) NIT No.: KMC/EE/CVII/58/8/23-24/R Name of the Work : Maintenance of pipe sewer and other allied works at Christopher Road, D. C. Dey Road, New Tangra Road etc. and its surrounding area in Ward no. 58; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 2,49,531.59; Earnest Money : Rs. 5,000.00; Period of Completion : 60 Days; (2) NIT No.: KMC/EE/CVII/56/19/23-24/R Name of the Work : Repairing of concrete passages near 4/2J, Convent Lane, 28/C, 7, Pottery Road, 7/H/36, Kamardanga Road, 15/H/4 Bibi Bagan Lane etc. and its surroundings disturbed by CESC Dept. in Ward no. 56; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 2,80,518.85; Earnest Money : Rs. 5,650.00; Period of Completion : 60 Days; (3) NIT No.: KMC/EE/CVII/64/4/23-24/R Name of the Work : Maintenance of bustee passage at Dilkusha Street, Shamsul Huda Road etc. and surrounding bustee areas in Ward no. 64; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 2,99,572.91; Earnest Money : Rs. 6,000.00; Period of Completion : 60 Days; (4) NIT No.: KMC/EE/CVII/64/5/23-24/R Name of the Work : Maintenance of bustee toilets at Bright Street, Beck Bagan Road, Diskusha Street and surrounding bustee areas in Ward no. 64; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 2,99,573.00; Earnest Money : Rs. 6,000.00; Period of Completion : 45 Days; (5) NIT No.: KMC/EE/CVII/64/6/23-24/R Name of the Work : Improvement and renovation of bathing platform at New Kasia Bagan Lane, Bright Street, Shamsul Huda Road, Darga Road and surrounding areas in Ward no. 64; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 1,99,516.13; Earnest Money : Rs. 4,000.00; Period of Completion : 45 Days; (6) NIT No.: KMC/EE/CVII/56/11/23-24/B Name of the Work : Improvement of bustee passage near 4/H/3, 4/H/10/4/14 Convent Lane and 1B/H/2, 2/H/2 Motijhil Lane in Ward no. 56; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 2,41,935.94; Earnest Money : Rs. 4,900.00; Period	of Completion : 60 Days; (7) NIT No.: KMC/EE/CVII/56/2/23-24/B Name of the Work : Patch repairing of bustee concrete passage near 4/1D, Convent Lane and 2H/2, Motijhil Lane and its surroundings in Ward no. 56; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 3,48,552.59; Earnest Money : Rs. 7,000.00; Period of Completion : 30 Days; Last Date and Time of submission of Bid : 10.08.2023 up to 12 noon (for Sl. no. 1 to 7); Tender will be opened on : 12.08.2023 at 12 noon (for Sl. no. 1 to 7); The bid forms and other details are available on and from 28.07.2023 at 6.55 p.m. from the website https://etender.wb.nic.in (for Sl. no. 1 to 7). The Executive Engineer (Civil), Borough-IX, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works: (1) NIT No.: KMC/IX/074/029/2023-2024 Name of the Work : Maintenance of latrines at different bustee like Aftab Mosque Lane, Nabo Roy Lane, 50, 60 to 72 Alipore Road etc. in Ward no. 74; Estimated Amount (including GST & CESS) : Rs. 2,49,920.46; Earnest Money : Rs. 5,000.00; Period of Completion : 60 Days; (2) NIT No.: KMC/IX/074/027/2023-2024 Name of the Work : Maintenance of I.P. passages at different bustee like 18 to 20/1, Chetla Hat Road, 40 to 42A, Raja Santosh Road etc. and surrounding areas in Ward no. 74; Estimated Amount (including GST & CESS) : Rs. 2,99,932.44; Earnest Money : Rs. 6,000.00; Period of Completion : 60 Days; (3) NIT No.: KMC/IX/082/026/2023-2024/D (2nd Call) Name of the Work : Restoration of road surface disturbed by CESC at 4/E, Gobinda Auddy Road, 24D, Peary Mohan Roy Road, 65, Joinduddin Mistry Lane, 7/T, 34/2/A, 204/1 Mahesh Chandra Dutta Lane, 16C, Sabjilbagan Lane, 97D, 75/A, Alipore Road in Ward no. 82; Estimated Amount (including GST & CESS) : Rs. 3,32,208.78; Earnest Money : Rs. 6,700.00; Period of Completion : 45 Days; (4) NIT No.: KMC/IX/075/020/2023-2024/BUSTEE Name of the Work : Improvement of sewerage system of bustee near 5/1, 11, 21, Kabi Thirtha Sarani, 19, Munshigunge Road etc. in Ward no. 75; Estimated Amount (including GST & CESS) : Rs. 4,99,951.05; Earnest Money : Rs. 10,000.00; Period of Completion : 120 Days; Last Date and Time of submission of Bid : 12.08.2023 at 12 noon (for Sl. no. 1 to 3) & 10.08.2023 at 12 noon (for Sl. no. 4); Tender will be opened on : 14.08.2023 at 12 noon (for Sl. no. 1 to 3) & 12.08.2023 at 12 noon (for Sl. no. 4); The bid forms and other details are available on and from 03.08.2023 at 5 p.m. (for Sl. no. 1 & 2), 02.08.2023 at 5 p.m. (for Sl. no. 3) & 01.08.2023 at 5 p.m. (for Sl. no. 4). The website https://etender.wb.nic.in (for Sl. no. 1 to 4). The Executive Engineer (Civil), BR-XIV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works: (1) NIT No.: KMC/XIV/130/005/23-24/BUSTEE (1st Call) Name of the Work : Maintenance of bustee underground sewer at Jelepura Slum Area near premises no. 57 & 49/32 etc. N. S. Road in Ward no. 130; Estimated Cost : Rs. 2,70,666.10 (including GST & CESS); Earnest Money : Rs. 5,500.00; Period of Completion : 15 Days; (2) NIT No.: KMC/XIV/130/004/23-24/R (1st Call) Name of the Work : Construction of underground sewer in bye lane of Fakir Para Road near premises no. 26/5 & 119/3A etc. in Ward no. 130; Estimated Cost : Rs. 4,07,613.37 (including GST & CESS); Earnest Money : Rs. 8,200.00; Period of Completion : 25 Days; Last Date and Time of submission of Bid : 10.08.2023 upto 11 a.m. (for Sl. no. 1 & 2); Tender will be opened on : 12.08.2023 at 11 a.m. (for Sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from 02.08.2023 at 5 p.m. from the website https://etender.wb.nic.in (for Sl. no. 1 & 2).

চলে গেলেন বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক ক্রিকেটার রুসি কুপার

মুহুই, ৩১ জুলাইঃ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে খেলা কোনও ভারতীয় ক্রিকেটার যদি ছাপ রেখে গিয়েছেন, তিনি রুসি কুপার। বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক ক্রিকেটার ছিলেন তিনি। ১০০ বছর বেঁচে ছিলেন রুসি কুপার। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে তিনি নিজের শততম জন্মদিন পালন করেছিলেন। আজ, সোমবার সকালে দক্ষিণ বম্বেতে নিজের বাড়িতে রুসি কুপার প্রয়াত হয়েছেন। তিনি রেখে গেলেন তাঁর একমাত্র কন্যা দিনাজকে। রুসি কুপারের পুরো নাম রুস্তম সোরানজি। তিনি একমাত্র ভারতীয় যিনি স্বাধীনতার আগের পেন্টাঙ্গুলার ক্রিকেট টুর্নামেন্টে খেলেছিলেন। তিনি পার্সিদের হয়ে খেলেছিলেন (১৯৪১-৪২ এবং ১৯৪৪-৪৫)। বোম্বের হয়ে তিনি খেলেছিলেন



(১৯৪৬-৪৮ এবং ১৯৪৪-৪৫)। এখানেই শেষ নয়, ১৯৪৯-৫১ রুসি কুপার মিদলসেক্সের হয়েও খেলেছিলেন। ২২টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে খেলেছিলেন রুসি কুপার। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ইনিংস রুসি খেলেছিলেন ১৯৪৪-৪৫ রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে। সে বার তিনি হোলকারের বিরুদ্ধে বোম্বের হয়ে সেঞ্চুরি করেছিলেন। এবং বোম্বেকে রঞ্জি জেতাতে সাহায্য করেছিলেন। বোম্বের (বর্তমানে মুম্বই) হয়ে রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে সে বার তিনি ৫২ ও ১০৪ রান করেছিলেন। ১৯৪০-৫৫ এই সময়কালে তিনি সারা ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন। ২৬ বছর বয়সে রুসি কুপার লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে পড়তে গিয়েছিলেন। সেখানে পড়ার সময় তিনি ডেনিস কম্পটন, জেজ্ঞে ওয়ার এবং বিলি এডরিজদের পাশাপাশি মিদলসেক্স টিমের হয়ে কাউন্টিতে খেলা শুরু করেন। যদিও মিদলসেক্সের হয়ে তিনি খুব একটা সাফল্য পাননি পরবর্তীতে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্লাব ক্রিকেটে প্রচুর রান করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি এলএসই-র কোর্স শেষ করে দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু তারপর আর রুসি প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে খেলতে পারেননি। কারণ, তিনি যেখানে কাজ শুরু করেন সেই কর্তৃপক্ষ তাঁকে ক্রিকেট খেলার জন্য ছুটি দেয়নি। তবে তিনি স্থানীয় টুর্নামেন্টে ক্রিকেট ক্লাব অফ ইন্ডিয়ায় হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। কয়েক বছর তিনি বোম্বে পোর্ট ট্রাস্টের ট্রাস্টি ছিলেন। নকইয়ের দশকে তিনি একজন মেরিটাইম আইনজীবী ছিলেন।

জুয়া কোম্পানির লোগো ছাড়াই মাঠে বাবর

কলম্বো, ৩১ জুলাইঃ স্পনসরদের লোগো থাকবে জার্সিতে। এমনটা আজকাল স্বাভাবিক। কিন্তু চলতি লক্ষ্য প্রিমিয়ার লিগে দেখা যাচ্ছে অন্য ছবি। পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম আগেই জানিয়েছিলেন, একটি শর্তেই তিনি এলপিএলে খেলবেন। তা হল তিনি এলপিএলে যে টিমের হয়ে খেলবেন, অর্থাৎ কলম্বো স্ট্রাইকার্স টিমে তিনি যে জার্সি পরবেন, তাতে থাকা চলবে না কোনও জুয়া কোম্পানির লোগো। তাঁর প্রতিবাদ কাজে লেগেছে। জুয়া কোম্পানির লোগো ছাড়াই লক্ষ্য প্রিমিয়ার লিগে খেলতে নেমেছেন বাবর আজম। আজকাল দেখা যায় একাধিক টি-২০ লিগে বেটিং কোম্পানি স্পনসর হিসেবে থাকে। তবে নিজের জার্সিতে কোনও জুয়া কোম্পানির লোগো দেখতে চান না পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম। তাই তিনি এলপিএলে তাঁর ব্র্যান্ডাইজি কলম্বো স্ট্রাইকার্সের কাছে জার্সিতে জুয়া কোম্পানির লোগো না রাখার অনুরোধ জানান। বাবরের কথা রেখেছে কলম্বো স্ট্রাইকার্স। এলপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচ প্রসঙ্গে বলতে গেলে, ১ জিতে ফিল্ডিং বাছে কলম্বো স্ট্রাইকার্স। প্রথমে ব্যাট করবে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৭৬ রান তোলে জাফনা কিংস। ১৭৪ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে ২২ বাকি থাকতেই ১৫২ রানে গুটিয়ে যায় কলম্বো। ফলে ২১ রানে ম্যাচ জিতে নেয় জাফনা। উল্লেখ্য, এই ম্যাচে ৮ বলে ৭ রান করেন বাবর আজম।

ইস্টবেঙ্গলের আবার ৫ গোল! লাল হলুদ আগুনে পুড়ে ছাই উয়াড়ি

ইমামি ইস্টবেঙ্গল এফসি - ৫ (অভিষেক-২, দ্বীপ, তন্ময়, আমন) উয়াড়ি অ্যাথলেটিক ক্লাব - ০

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জুলাইঃ ১ আগস্ট ইস্টবেঙ্গল দিবস। প্রতিষ্ঠা দিবসের আগে চওড়া হাসি ফুটল ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মুখে। একঝাঁক তরুণ ফুটবলার এ বারের কলকাতা ফুটবল লিগে খেলছেন। ইস্টবেঙ্গলের প্রতি ম্যাচেই নজর কাড়ছেন কোনও না কোনও তরুণ ফুটবলার। চলতি কলকাতা লিগে পরপর দুই ম্যাচে বড় জয় পেলে লাল-হলুদ। ঘরের মাঠে এগেলে ইস্টার্ন রেলওয়েকে ৫-১ গোলে হারিয়েছিল মশালবাহিনী। এ বার উয়াড়ি অ্যাথলেটিক ক্লাবের বিরুদ্ধেও ঘরের মাঠে ৫-০ ব্যবধানে জিতল ইস্টবেঙ্গল। কলকাতা লিগ প্রিমিয়ার ডিভিশনে ইস্টবেঙ্গলের অভিযান শুরু হয়েছিল ডু দিয়ে। এরপর দুটো ম্যাচে জিতেছিল লাল-হলুদ শিবির। চতুর্থ ম্যাচে ফের ড্র করে পরেন্ট নষ্ট হয় ইস্টবেঙ্গলের। সেখান থেকে আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে মশালবাহিনী। ঘরের মাঠে পরপর দু'টো ম্যাচে বড় ব্যবধানে জিতল ইস্টবেঙ্গল। এতে টিমের আত্মবিশ্বাস যে বাড়ল, সন্দেহ নেই। একই



সঙ্গে, তরুণ ফুটবলাররাও সেরা দেওয়ার রসদ পেয়ে গেলেন। আজ, সোমবার ইস্টবেঙ্গলের ঘরের মাঠে উয়ারি প্রথমার্ধে একটি পেনাল্টি গোলে গোলকিপার আদিত্য পাত্র সেই পেনাল্টি সেভ করেন। না হলে প্রথমার্ধ ১-০ এগিয়ে যেতে পারত ইস্টবেঙ্গল। ওইটুকু বাদ দিলে প্রথমার্ধে কোনও টিমই গোলমুখ খুলতে পারেনি। ইস্টবেঙ্গল শুরু থেকেই

দাপট দেখিয়ে খেলছিল। ইস্টবেঙ্গলের গুরনাজ ও আমনের ১টি করে শট পোস্টে লেগে ফেরে। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে সাংক গলুইয়ের জায়গায় তন্ময় দাসকে নামান রিজার্ভ টিমের কোচ বিনু জর্জ। খেলায় গতি আসে। বাকি সময় আর ইস্টবেঙ্গলকে খামাতে পারেনি উয়াড়ি। ম্যাচের ৫ গোলাই দ্বিতীয়ার্ধে। ইস্টবেঙ্গলের হস্টে জোড়া গোল করেছেন অভিষেক কুঞ্জম। যদিও দ্বিতীয়ার্ধে অভিষেক কুঞ্জমের একটি শট পোস্টে লাগে। তা না হলে হ্যাটট্রিক করে মাঠ ছাড়তে পারতেন। অভিষেক ছাড়া স্কোরলাইনে নাম লিখিয়েছেন আমন সিকে, দ্বীপ আর তন্ময়। একটি করে গোল করেছেন তারা। তার মধ্যে ইনজুরি টাইমেই হয় তিন গোল। যদিও উয়াড়ির বিরুদ্ধে গোলের ব্যবধান আরও বাড়তে পারত। আপাতত ৬ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে বি-গ্রুপের টেবল উপর ইস্টবেঙ্গল। ইস্টবেঙ্গলের পরের ম্যাচ ৩ আগস্ট। প্রতিপক্ষ ভবানীপুর। বি গ্রুপের অন্যতম কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী লাল-হলুদের। ভবানীপুরের কোচ রঞ্জন চৌধুরী এ দিন গ্যালারিতে বসে মেসে গেলেন প্রতিপক্ষকে। উয়াড়ির বিরুদ্ধে ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেলেন ভারতের অনুষ্ঠ-১৭ টিমের



ফুটবলার গুরনাজ সিং গেরওয়াল। এর আগের ম্যাচে ডানাললপেকা গুইতে লাল-হলুদ জার্সিতে মাঠে নেমেই স্টার হয়ে গিয়েছিলেন। গুরনাজ আজ গোল পাননি, তবে নজরকাড়া ফুটবল খেলেছেন। গোল করতে সাহায্য করেছেন। বেশ কয়েকটা বল বাড়িয়েছেন। প্লে মেকার হিসেবে তার খেলায় খুশি কোচ বিনু জর্জ। তাই তাঁর হাতেই উটল সেরার পুরস্কার।

অনুশীলনে চোট বুমরার

বেঙ্গালুরু, ৩১ জুলাইঃ রবিবার সকাল পর্যন্ত বুমরাকে নিয়ে আশায় বুক বাঁধছিলেন ভারতীয় সমর্থকরা। গত বৃহস্পতিবার বিসিসিআই সচিব জয় শাহ জানিয়েছিলেন যে পুরো ফিট হয়ে উঠেছেন বুমরা। তারপর রবিবার আলুরে প্রস্তুতি ম্যাচে পুরো ১০ ওভার বল করেন। ৩৪ রান দিয়ে দুই উইকেট পান। দুটি মেডেন ওভারও করেন। কিন্তু ফের চোট পেলেন জসপ্রীত বুমরা। সূত্রের খবর, রবিবার বেঙ্গালুরুতে অনুশীলন ম্যাচের পর নেটে বল করছিলেন ভারতের তারকা পেসার। সেইসময় ফের চোট লাগে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, বুমরার হামস্ট্রিংয়ে চোট লেগেছে। চোট কঠিন গুরুতর, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু বুমরাহ নতুন করে চোট পাওয়ায় উদ্বেগ বেড়েছে। চোট যদি গুরুতর হয়, তাহলে ভারতীয় তারকা পেসারের পক্ষে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ খেলা কাবত অসম্ভব হয়ে উঠবে। কারণ আগস্ট প্রায় শুরু হতে চলল। বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী অক্টোবরে। দু'মাসের মধ্যে চোট সারিয়ে ম্যাচ ফিট হয়ে বুমরাহ আদৌ বিশ্বকাপে নামতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে আশঙ্কার কালো মেঘ। তবে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী ভয়ের কিছু নেই। বেঙ্গালুরের আলুরে মুহুইয়ের সিনিয়র ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে পুরোমাত্রা বল করলেন। ১৩৫ থেকে ১৪০ কিলোমিটার গতিতে বল করছেন ভারতের তারকা পেসার। ডিউওতে দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকবার ব্যাটসম্যানদের বোকা বানাচ্ছেন গতিব ভারম্যা ঘটিয়ে। আশা করা যায় আয়ারল্যান্ড এবং তারপর এশিয়া কাপে খেলবেন তিনি। এদিকে ভারতের প্রাক্তন বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক কপিল দেব জানিয়েছেন প্লেয়ারদের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট ঠিক করে করতে পারছে কিনা বিসিসিআই স্টো নিয়ে ধারণা নেই তারা। অল্প চোট লাগলেই একদিন ক্রিকেটার দেশের হয়ে খেলেন না, অথচ একই রকম চোট নিয়ে আইপিএল খেলেছেন। কপিল মনে করেন বিসিসিআইয়ের মনে রাখা উচিত ভারতীয় দলের জন্য আইপিএল হয়েছে। আইপিএলকে দেখে ভারতীয় ক্রিকেট হয়নি।

একসঙ্গে অবসর নেওয়ার পরিকল্পনা করে রেখেছেন মেসি-সুয়ারেজ

মন্টেভিডিও, ৩১ জুলাইঃ ২০২০ সালে লুইস সুয়ারেজকে যখন বার্সেলোনা ছেড়ে দেয়, লিওনেল মেসির যে খুব মন খারাপ হয়েছিল, সে কথা সবারই জানা। সেই সময় খুব বেশি দূরে যাননি সুয়ারেজ, বার্সেলোনা ছেড়ে আতলেতিকো মাদ্রিদে। তাই নিয়মিতই দেখা হতো দুই বন্ধুর। সুয়ারেজ এরপর আতলেতিকো ছেড়ে নাম লেখান উরুগুয়ের ক্লাব নাসিওনালে। কিন্তু প্রিয় বন্ধু মেসির সানিয়া থেকে কখনোই দূরে চলে যাননি। ছুটি পেলেই দুই বন্ধু মিলিত হন পরিবারসহ। সুয়ারেজ এখন ব্রাজিলের ক্লাব প্রেসিওতো মেসিও বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজি হয়ে গেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। কালের চক্রে দুজন দুই দেশে থাকলেও মেসি-সুয়ারেজের বন্ধুত্বের বন্ধন এতটুকু আলগা হয়নি। তাদের বন্ধুত্ব কতটা গভীর, সেটা স্পষ্ট হয় সুয়ারেজের বলা একটি কথায়ও। উরুগুয়ের একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠান ‘পুনতো



পেনাল্টি’-এ তিনি বলেছেন, “আমরা একসঙ্গে অবসর নেওয়ার স্বপ্ন দেখি।” সুয়ারেজের এমন কথা বলার একটি কারণও আছে। মায়ামিতে মেসির সঙ্গে যোগ দিয়েছেন তাঁর প্রাক্তন দুই বার্সা সতীর্থ সের্হিও বুসকেতস ও জর্দি আলাবা। শোনা যাচ্ছে, সুয়ারেজকেও দলে টানতে চায়

সূর্যে লেগেছে ‘গ্রহণ’, স্যামসনও সুযোগ খুঁজিয়েছেন

বিশ্বকাপ স্কোয়াড থেকে বাদ এই ক্রিকেটাররা?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির অনুপস্থিতিতে সূর্যকুমার যাদব এবং



সঞ্জু স্যামসনকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দু'জনই খুব বাজেভাবে রুপ হয়েছেন। ওডিআই বিশ্বকাপ শুরু হতে আর মাত্র ১০ ম্যাচ বাকি। অথচ ভারতীয় দল এখনও রোডমারপ তৈরি করতে পারেনি। ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপ শুরু হতে আর মাত্র দু'মাস বাকি। ৫ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা ক্রিকেটের মহাযুদ্ধের আগে

ভারতীয় দল সবচেয়ে বেশি ১০টি ওডিআই ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে। ঘরের মাঠে শিয়রে বিশ্বকাপ, অথচ ভারতীয় দলকে দেখে কোনওভাবেই প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে না। এখনও



চলছে পরীক্ষা নিরীক্ষা। ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে লাগাতার এক্সপেরিমেন্ট। বিশ্বকাপের আগে সেরা একাদশ বেছে নেওয়ার লক্ষ্যে নেমে মুখ খুঁড়ে পড়েছে মেন ইন ব্লু। চলতি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে কোচ রাহুল দ্রাবিড় নতুন নতুন ক্রিকেটারদের উপর পরীক্ষা চালাচ্ছেন। সূর্যকুমার যাদব, সঞ্জু স্যামসন, অক্ষর

প্যাটেলরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। ফলে বিশ্বকাপের স্কোয়াডে তাঁদের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসছে। টি-২০র সেরা ব্যাটার সূর্যকুমার যাদব। কুড়ি ওভারের ফরম্যাটে তাঁর ব্যাটে বড় ওঠে। কিন্তু ফরম্যাট বদলের সঙ্গে সূর্যের ব্যাটের তেজও স্তিমিত হয়ে এসেছে। ওডিআইতে বড় স্কোর গড়তে বার্থে সূর্য। ঝুঁকি নিয়ে খেলতে বরাবরই ভালোবাসেন। কিন্তু এভাবে খেলতে গিয়ে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে নিজের জায়গা নড়বড়ে করে ফেলেছেন। দ্বিতীয় ওডিআইতে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার পরিবর্তে একাদশে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল সঞ্জু স্যামসন ও অক্ষর প্যাটেলকে। সঞ্জু ১৯ বল খরচ করে মাত্র ৯ রান তুলতে পেরেছিলেন। অক্ষরের অবদান ১। বাম ও ডানহাতি কব্ধিশোশনের কথা মাথায় রেখে দু'জনকে তৃতীয় ও চতুর্থ নম্বরে ব্যাট করতে পাঠানো হয়েছিল। অক্ষর বর্তমানে পুরদস্তর অলরাউন্ডার হয়ে গিয়েছেন। চার নম্বরের জন্য আপাতত শ্রেয়স অহিয়ারের সুস্থ হয়ে ওঠার অপেক্ষা।

মেসিকে বার্সেলোনায় ফিরতে সাহায্য করবে ইন্টার মায়ামি!

ফ্লোরিডা, ৩১ জুলাইঃ পরিস্থিতি সঙ্গ দিলে ফের একবার বার্সেলোনায় জার্সি গায়ে চড়াতে পারতেন তিনি। সম্ভাবনা দেখা দিলেও শেষমেশ হয়ে ওঠেনি। পিএসজির সঙ্গে চুক্তি শেষের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দিয়েছেন লিওনেল মেসি। ইন্টার মায়ামির হয়ে অভিষেক হয়েছেন এখনও ১৫টা দিনও হয়নি। এরই মধ্যে লিওর বাসায় ফেরার জল্পনা ছড়িয়ে পড়েছে ইতিউতি। শোনা যাচ্ছে, লোনে ইন্টার মায়ামি থেকে বার্সেলোনায় ফিরতে পারেন তিনি। এই জল্পনা জোরদার হতেই মুখ খুলেছেন ইন্টার মায়ামির সহ-মালিক থেকে বার্সেলোনায় ফিরতে পারেন তিনি। এই জল্পনা জোরদার হতেই মুখ খুলেছেন ইন্টার মায়ামির সহ-মালিক জর্জ মাস। তিনি বলেছেন, আমেরিকান ক্লাব সবরকম সাহায্য করবে মেসিকে ক্যাম্প ন্যু'য়ে পাঠাতে। ব্যাপারটা কী? মেসিকে বাঁচায় পাঠাতে কেন রাজি ইন্টার মায়ামি? লিওনেল মেসির সঙ্গে বার্সেলোনার সম্পর্কটা শুধুমাত্র ফুটবলে সীমাবদ্ধ নেই। এই ক্লাবের জার্সিতে চারা গাছ থেকে বৃক্ষ হয়ে উঠেছেন তিনি। যার ফল কুড়োচ্ছে ফুটবল বিশ্ব। মাত্র ১০ বছর বয়সে আর্জেন্টিনা থেকে স্পেনে গিয়ে বার্সেলোনার যুব অ্যাকাডেমিতে যোগ দেন। এরপর কাতালান ক্লাবটির হয়ে ফুটবল কেরিয়ারের অধিকাংশ বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন। বার্সার জার্সি



তিনি আরও বলেছেন, “আমি জানি না এটা প্রীতি ম্যাচ নাকি ফেয়ারওয়েল ম্যাচ হবে। ওরা গ্রীষ্মের সময় গ্যাম্পার ট্রফি খেলে। তবে সেটা হবে ক্যাম্প ন্যু খেলার পর। আপাতত দেড় বছর স্টেডিয়াম খোলা হবে না। আশা করি লিওনেল মেসি যথাযোগ্য বিদায়ী সম্মান পাবেন। তবে এটা কিন্তু বার্সেলোনার হয়ে খেলা নয়। ও লোনে যাচ্ছে না। এমনটা কখনও হবে না। একটি যথাযথ বিদায়ী অনুষ্ঠান ওর প্রাপ্য। আমার ক্ষমতায় যতটুকু কুলোবে আমি ওঁকে সেটা পেতে সাহায্য করব।”

ভারত-পাক ম্যাচের তারিখ বদল!

মুম্বই, ৩১ জুলাইঃ বিশ্বকাপে ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচের যে দিন পরিবর্তন হতে চলেছে সেই আভাস আগেই পাওয়া গিয়েছিল। এবার জানা গেল ভারত-পাক মহারণের সম্ভাব্য পরিবর্তিত দিনক্ষণ। এর আগে ঘোষিত ওডিআই বিশ্বকাপ ২০২৩-এর সূচি অনুযায়ী ভারত বনাম পাকিস্তানের ম্যাচ ছিল ১৫ অক্টোবর। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে হবে এই ম্যাচ। তবে সেই সময় গুজরাতে নবরাত্রি থাকায় নিরাপত্তাজনিত সমস্যা হতে পারে। তাই ১৫ অক্টোবরের পরিবর্তে ম্যাচটি একদিন এগিয়ে ১৪ অক্টোবর হবে রোহিত শর্মা বনাম বাবর আজমদের দ্বৈধতা।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৫ বর্ষ ● দবদ্বা সংখ্যা ● ১ আগস্ট ২০২৩

রক্তাঙ্গতা ও তার চিকিৎসা

- প্রস্টেটের সমস্যা
- সঠিক চিকিৎসা প্রস্টেট ক্যান্সার নিরাময় সম্ভব
- ইউরোলজিস্টের পরামর্শ
- হার্ট অ্যাটাক কি প্রতিরোধ করা সম্ভব
- সঠিক সময়ে ক্যান্সারের চিকিৎসা
- রক্তের ক্যান্সার
- বংশগত রক্তের অসুখ, থ্যালাসেমিয়া
- অ্যানিমিয়া ও নারীসমাজ
- প্রোটিন ও ইউরিক অ্যাসিড

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে লগ অন করুন
www.suchikitsa.in

Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501